সুখ-ভ্রম

শ্রীকৃষ্ণেন্দ্র রায়

প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা

২৬ নং স্কট্‌স্ লেন, ভারতমিহির যন্ত্রে,

সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বঙ্গাব্দ ১৩০১।

গ্রন্থ-সূচনা।

সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ সিদ্ধিদাতা নাম,
গণপতি গজাননে,—
শত প্রণিপাত, করি প্রবেশিতে,
ইচ্ছিনু কবিতাবনে,—
হায়! কি দুর্ভাগ্য, দ্বারের নির্ণয়,
কোন রূপে না পাইনু,
ভ্রমি নিরন্তর, দুঃখে অবসন্ন
দেহেরে মাত্র করিনু।
দূর হ'তে হেরি, কত মাহাত্মারা,
ভ্রমিছেন তথা সুখে,
আমি হতভাগ্য, সে উদ্যান শোভা,
বর্ণিতে না পারি মুখে।
মনে মনে যত, করিনু বাসনা,
অন্তরে বিলীন হ'ল,
অভাগার হায় সম্ভবে কি কভু,
সুলভ সে শুভ ফল!
কিন্তু তা ভাবিয়া, নিরস্ত হইলে,
মনোভাব মনে রবে,

দেখি চেষ্টা করি, যতদূর সাধ্য,
তাহা ভিন্ন কি সম্ভবে।
আছে কণামাত্র, এ সংসারে সুখ,
বিশ্বাস নাহি আমার,
দেখাতে সে সব, হইনু প্রবৃত্ত,
নিন্দিত হ'তে সবার।

সুখ-ভ্রম।

কহ মা ! কিঙ্করে তব, বরদে ভারতি !
ভবের মাঝারে কেবা ভুঞ্জে নিত্যসুখ।
জানিতে বাসনা বড় হইয়াছে মনে ;
দেবভাষে কিম্বা কহ বীণার ঝঙ্কারে।
অথবা, এ ভবে নহে সুখী কোন জন
ভব মরুভূমে ভ্রম সুখ মরীচিকা।
—রাজ-রাজেশ্বরী যিনি, আজি এভারতে,
কতই না সুখী তিনি, ইহাই প্রতীতি ,
কিন্তু হায়। হেন শক্তি দিতেন বিধাতা,
বুঝিতে পারিত একে অন্যের অন্তর।
—তবে সে জানিত কত দুঃখ তাঁর হৃদে।
দুঃস্বপ্নে প্রত্যেক নিশি পোহায় তাঁহার,
উদে হৃদে চিন্তারূপে ভয়াল ভাস্কর।
প্রতি মুহূর্ত্তের জন্য, সুস্থ নহে মন,
বিষম বিষয় চিন্তা, অনল সদৃশ
ধূ ধূ রবে জ্বলিতেছে নিত্য অবিরাম।
—সীমাপ্রান্তে রুষাতঙ্ক ক্রমশঃ বর্দ্ধিত,
ভারত জয়াশা, জার—হৃদে বলবতী।

সেই ভয়ে চিরদিন কাবুলপতিরে
ইষ্টদেব অপেক্ষায় করেন আদর।
দুর্ভাগ্যের বশবর্ত্তী আজি বন্ধুবর!—
খিলিজিবংশীয় সনে বাধিয়াছে রণ,
পরিণামে কি যে হবে, কে বলিতে পারে?
কণ্টকিত পথ নিত্য থাকিবে রুষের!
কোন অংশে ন্যূন নহে সমকক্ষতায়,
বিভব বৃদ্ধির তরে সমান উভয়ে।
ইংলণ্ডে আইরিস্ প্রজা বাঁধিয়াছে দল
উচ্ছেদিতে রাজতন্ত্র, রাজদ্রোহী হয়ে।
ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু শত্রু হীনবল(ও) হ'লে,
নির্ভয়ে কোথায় কেবা সুখে নিদ্রা যায়।
—সর্প শিশু দেখি বল শঙ্কা কে না করে?
প্রচ্ছন্ন অনলকণা শীতল কি কভু?
—পাইলে অনিল বল ভয়ঙ্কর বেগে
পারয়ে করিতে ভস্ম কত মহাপুরী!
—বিশেষতঃ চতুর্দ্দিকে রাজন্যবর্গের
রণসাজ শুনি কার, না কাঁপে হৃদয়?
বড়র বড়ই ভয়, বাহ্যসুখে মাত্র
—কাটে কাল, সুখলেশ মনে না লভয়।
বরং মুষ্টি ভিক্ষুকেরা কথঞ্চিৎ সুখী,
সম্পদেই বিপদেরে করে সমাহ্বান।

ধনতৃষা যার হৃদে যত বলবতী,
ততই দুঃখিত তিনি লোভের ছলনে।
প্রবল ঝটিকাবেগে সুবিশাল তরু—
যাদৃশ লোটায় দেখি ধরণী উপরে,
তাদৃশ কি কেহ কভু হেরেছ নয়নে—
ক্ষুদ্র তৃণ উৎপাটিতে ভীম প্রভঞ্জনে?
ক্ষুদ্র বায়ুভরে যথা জলনিধি সদা
মহোর্ম্মিমালায় নিত্য হয় তরঙ্গিত;
তেমন কি দেখা যায় নদনদী জলে?
—সামান্য কারণে কষ্ট হয় মহতের।
দস্যুগণ, সুখে নিদ্রা যায় কারাগারে,
চমকে হৃদয় সদা ভদ্রবংশীয়ের,
শুনি যমপুরীসম বন্দীর ভবন;
কত যে যন্ত্রণা পায় পাপীরা নিয়ত!
রত্নখচিত মঞ্চে বসিয়া যেজন,
সুশোভিত কোহিনুর যাঁহার মুকুটে,
অসীম আনন্দভোগী মনে করি যাঁরে,
কিন্তু যদি চিন্তা কীট, হৃদয়ে তাঁহার
প্রবেশিতে না পারিত, বলিতাম তবে,
অতিশয় ভাগ্যধর ভবে সেই জন।
ঐশ্বর্য্যে মনের দুঃখ নিবৃত্তি হইলে
অশ্রুতে প্লাবিত দেহ, ধনীরে কখন(ও)

কবিত না, পুত্রশোকে কিম্বা অন্য দুখে।
কুমতির বশবর্ত্তী নহে কে ধরায়।
রিপু-চরিতার্থ ব্রতে দীক্ষিত হইয়া,
স্বার্থ সাধনেতে কেবা এ মহীমণ্ডলে
—পরাঙ্মুখ আছে বল, নবনারী মাঝে?
অভীপ্সিত কার্য্যে বাধা ঘটয়ে যখন,
(হউক্ সে মন্দ কার্য্য নীচাদপি নীচ)
অসীম দুঃখের বেগে জর্জ্জরিত কায়,
তথাপি নিবৃত্ত তাহে হয় কি দুর্জ্জন?
পুনঃ পুনঃ দুরাকাঙ্ক্ষা হয়ে বলবতী,
কতই না, কষ্টে তার কাটয়ে জীবন।
আশা-কুহকিনী, সদা, মানব-হৃদয়ে—
প্রবেশিয়া করিতেছে কত সর্ব্বনাশ।
—কি ধনী নির্দ্ধন যত, আছে ভূমণ্ডলে,
আশায় বান্ধিয়া বুক যাপিতেছে কাল,
ভাগ্যফলে ইষ্টসিদ্ধি যেমন হতেছে
অমনি বিষয়ান্তরে লালায়িত মন।
—থাকিতে চেতনা কভু আশা না মিটিবে,
সুতরাং দুঃখসিন্ধুপারে জীবগণ,
না পারে যাইতে আর জীবন থাকিতে।
বাহ্য-চাকচিক্য দেখি, ভাবি ইনি সুখী,
কিন্তু তার অন্তস্তত্ত্ব বল কেবা কবে।

—গোপনে সন্ধানে যদি, প্রকৃত প্রস্তাবে—
জানিতে পারিত লোকে অন্যের অবস্থা,
সংসারীরে সুখী বলি, ভ্রমে না পড়িত।
—পর্ণ কুটীরেতে যাও রোদন শুনিবে
মধ্যবিত্ত ঘরে আর(ও) ঘোর বিড়ম্বনা .
ধনবান নিকেতনে দেখ অহরহঃ ,
অমঙ্গল ছড়াছড়ি চতুর্দ্দিগ থাকি।
বিষয়ীর সুখ যদি, হয় সম্ভাবিত,
—অবিশ্বাস বল কিসে আকাশকুসুমে ?
অধোভাগে দৃষ্টি করি, মানবনিচয়,
আস্ফালিছে আপনারে উন্নত বলিয়া ,
ভাগ্যবলে যদি কার ঊর্দ্ধদৃষ্টি হয়,
ভাঙ্গয়ে চমক তার—থাকে কি সে ভ্রম ?
আমি ধনী, আমি মানী, এই অহঙ্কারে
উচ্চদৃষ্টি, মানবের হইয়াছে লোপ।
রাজ্যশূন্য রাজোপাধি, প্রফুল্ল অন্তরে—
কতজনে লভিতেছে লজ্জা বিবর্জ্জিয়া।
ভিক্ষুক দ্বারের তার তত্ত্ব নাহি পায়,
অথচ সে মহারাজা ? বিচিত্র এ কথা।।
এহেন রাজার যদি, মনে থাকে সুখ,
পরান্নভোজীরে তবে দুঃখী কেবা বলে ?
স্বাধীনতা যার নাই, সুখ তার চিত্তে—

কণামাত্র আছে, যদি হেন কেহ বলে,
দুঃখশূন্য এ সংসার ইহাই সিদ্ধান্ত।
বিপুল বিভব, কিম্বা, রম্য হর্ম্ম্যোপরি—
রত্নসিংহাসনাসীন, অথবা কুটীরে—
দুর্গন্ধ-শতৈক গ্রন্থি কন্থা অঙ্গে যার,
শীতাতপ-বর্ষা-ক্লিষ্ট দুঃখে জর্জ্জরিত,
কিম্বা অন্ধ, বিকলাঙ্গ দুর্ভাগারা কত,
বিবিধ ব্যাধির বশে চলৎশক্তিহীন ;
—অনন্ত উপায়ে অন্ন, লভিবার তরে,
পাতি পথে চেলাঞ্চল, সদা উচ্চৈঃস্বরে—
ডাকিতেছে পান্থজনে কাকুতি করিয়া।
—সময়ে ইহারা বল কেবা নাহি হাসে ?
অদ্ভুত বিশ্বের দৃশ্য জ্ঞানের অতীত !
শিশু, হাসে, এ সংসারে ধূলাখেল্লা করি ,
যুবা হাসে, রিপুগণে চরিতার্থ লভি,
বৃদ্ধগণ, চিরাভ্যস্ত অভ্যাসের দোষে—
হাসে মাত্র, সে হাসি কি, সুখের কথন ?
বহুদিন হাসিয়াছে, থিব ব্রহ্মদেশে,
এখন(ও) কি, নাহি হাসে, রত্নগিরিতে ?
জাগ্রত স্বপ্নের হাস্য, দেখ তুলে ধরি
কোনদিকে গুরু নাহি, হবে এক রত্তি।
চিরস্থায়ী নহে, উহা, উভয় সমান ,—

ক্ষণ বিলম্বেই পুনঃ দুঃখরূপ রাহু,
গরাসিয়া সুখশশী, কররে মলিন।
পূর্ব্বকালে দুঃশাসন, কৌরব সভায়
দ্রৌপদীর কেশাম্বর করি আকর্ষণ—
অট্টহাসে হাসিয়াছে, তাবৎ দুর্ম্মতি,
যাবৎ তাহার বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া—
সুতপ্ত শোণিতপান, না করিল ভীম!
ত্রিভুবনজয়ী, দর্পী, দুষ্ট লঙ্কেশ্বর,
—সীতা, হরি একদিন আহ্লাদে হাসিল;
কিন্তু সে হাসিতে যাহা হল সংঘটন,
মনে, কি, ভেবেছে তাহা মুহূর্ত্তের তরে!
—গর্ব্ববতী রমণীর, গর্ব্বচ্ছেদ করি,
কত না আনন্দবোধ করিত সিরাজ,
হায়রে!-সমস্ত সুখ, ক্লাইব অলক্ষ্যে
কোথা হ'তে আসি দেখ, সব বিসর্জ্জিলা।
সর্ব্বকালে এইরূপ বিষয় গৌরবে
কলঙ্কিত না হইল, দেহী কোন জন?
উন্নত মস্তক প্রতি(ই) লক্ষ্য সবাকার,
নতুবা ভারতে আজি, কত নর নারী,
সাধিছে লোমাঞ্চকর কার্য্য অবিরত।
বিষয় জঞ্জাল জালে যে হয় জড়িত,
নিত্যসুখ আস্বাদনে বিমুখ সে জন;

ইহাই বর্ণনমাত্র উদ্দেশ্য আমার।
নাহি অধিকার যার আত্মতত্ত্ব বোধে,
কি শক্তি অন্যের দোষ উদ্ঘাটিতে তার ?
দৃষ্টান্তের জন্য মাত্র উল্লেখ করিনু।
চিরস্থায়ী নহে অর্থ কিম্বা বন্ধুগণ,
কালের অধীন সব, স্থির কি জগতে ?
নিরপেক্ষভাবে যদি দৃষ্টি করি মোরা,
কদাচ কা'রেও সুখী বলিতে না পারি।
মায়াবশীভূতে, জ্ঞান,—বিকৃত হইলে
অহঙ্কারে পূর্ণ হয়, দেহীর অন্তর।
সুতরাং আমার-পুত্র কন্যা কি কলত্র,
একপ বিশ্বাসে সদা, মানবনিচয়,
স্বাধীনতা বিসর্জ্জিয়া আপন ইচ্ছায়—
দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ, হয়, চিরতরে।
পোষ্যবর্গ জন্য সদা, ব্যথিত অন্তর,
কিরূপে তাদের সুখ করিবে বর্দ্ধন,
ইহাই বাসনা মনে, জাগ্রত স্বপনে।
অর্থ সঞ্চয়ের আশা, হয়ে বলবতী,
সদসৎ কার্য্যে দৃষ্টি নাহি থাকে আর।
ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, মান, অপমান আদি।
অক্লেশে ত্যজিয়া করে, অর্থ উপার্জ্জন।
স্বার্থ জন্য পরস্পরে সাধিছে মঙ্গল,

(ঘাত প্রতিঘাত সদা উত্থান পতন)
সুতরাং কিরূপে সুখ, তাহারে বলিব ?
প্রকৃত সুখের তত্ত্ব, কেহ নাহি করে।
অথচ, ক্ষণিক সুখে উন্নত হইয়া
ভুগিছে মানব, দেখ কত বিড়ম্বনা।
দুঃখের সংসার, হেথা নাহি সুখ লেশ,
তথাচ, কেমন ভ্রমে পতিত সবাই।
সকলেই ব্যস্ত, সুখ লভিবার তরে।
ধনী, মানী, জ্ঞানী, জ্ঞান, যাঁরে করি মোরা,
তাঁরাই, সুখের লাগি অধিক ব্যাকুল।
বরং, কথঞ্চিৎ শান্তি লভে ভিক্ষুকেরা ;
অশান্তি হৃদয়ে আঢ্য যাপে সদাকাল।
স্বার্থজন্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ নাহি থাকে,
স্বার্থই সাধিছে সদা, সর্ব্বনাশ কত।
স্বার্থের কারণে বুদ্ধি, বিপর্য্যস্ত হয়,
নতুবা, কি, কভু ধীর ধর্ম্মের নন্দন;
"অশ্বত্থামা হতগজ" স্বাভাবিক জ্ঞানে ?—
বলিয়া, কলঙ্কী তিনি হ'তেন জগতে !
মিথ্যা সুখতরে, পিতা, পুত্রেতে বিদ্বেষ ;
জননী, পুত্রের সাধে কত অমঙ্গল।
পত্নী, পররতা, সুখ সঞ্চয় কারণে ,
পতি, পরদারে মত্ত, সুখের লাগিয়া।

কিন্তু তার পরিণাম বড়ই ভীষণ।
যতই সুখের ইচ্ছা, হ'তেছে প্রবল,
তত, অমঙ্গল, দৃষ্টি করি অহরহঃ।
ইহা দেখি শুনি কার, না শীহরে অঙ্গ ?
ভ্রমবশে বলিমাত্র, ইনি, বড় সুখী।
জন্মান্ধে বলিলে, পদ্মপলাশলোচন,
মর্ম্মাহত করা হয়, তাহারে যেরূপ,
সেরূপে স্তাবকগণ, স্বার্থান্ধ হইয়া—
"সুখী বলি" ধনীগণে দেয় মনে ব্যথা।
তন্ন তন্ন করি দেখ, সংসার ভিতরে,
দিবানিশি, দুঃখে কাল কাটিতেছে সবে।
ছলকরি, পাশাখেলি, রাজা দুর্য্যোধন,
পাণ্ডবগণেরে করি, পথের ভিখারী,
ক্ষণেকের তরে সুখ ছিল কি তাঁহার ?
সর্ব্বদা সশঙ্কচিত্ত, (কখন কি হয়।)
পাণ্ডব, বধসাধনে কতই কৌশল—
বিস্তারিলা মোহবশে, বিফল সকল।
শ্রীকৃষ্ণ সহায়ে, রণে, পাণ্ডুপুত্রগণ,
কুরুকুল, ধ্বংস করি লভি নিজ রাজ্য—
তাঁদের(ও) কি সুখবোধ, হ'য়েছিল মনে ?
রাজ্য, ধন, বন্ধুবর্গ, যতই থাকুক,
—মনে সুখ না থাকিলে সমুদয় বৃথা।

যে সীতার তরে রাম, বান্ধিয়া সাগর—
কত কষ্টে উদ্ধারিয়া আনিয়া নিকটে,
সে সীতার মুখ হেরি, বিষাদসাগরে—
কেন ডুবিলেন, তিনি, কে বুঝিবে তাহা।
পরে অযোধ্যায় রাম, সীতাসহ গিয়া
কতিপয় দিনমাত্র, করি সুখভোগ,
এমন দুঃখেতে তিনি, পড়িলেন পুনঃ,
জীবন পর্য্যন্ত, যাতে, হ'ল বিসর্জ্জিতে।
(সুখদুঃখ আপনার অন্তরে জাগয
অন্যের কি সাধ্য বাহ্য দৃষ্টে তাহা বুঝে।)
আমারা, যাহারে সুখী, ভাবিতেছি মনে,
হয়ত, তাহার হৃদে সহস্র বৃশ্চিকে—
দংশিতেছে, অবিরাম সর্ব্বসুখনাশি।
দুঃখে সংগঠিত, এই, ভবকারাগার,
শিক্ষার নিমিত্ত জীব, আসি বারম্বার,
স্বীয়, স্বীয়, কর্ম্মফলে দণ্ড পুরস্কার—
লাভ করে, এই মাত্র, শাস্ত্রের বিধান।
নির্ম্মল সুখের স্থান, নহে এ সংসার,
সমস্ত নশ্বর, হেথা, পার্থিব জগতে।
অতুল প্রতাপান্বিত রুষীয় সম্রাট,
নিহিলিষ্টগণ ভয়ে সদা সশঙ্কিত,
কতবার দুর্ব্বৃত্তেরা, তাঁরে বধিবারে—

ষড়যন্ত্র করেছিল, (সত্য এ ঘটনা)
—কৃতকার্য্য না হ'লেও ক্ষান্ত কভু নয়,
সুযোগ সন্ধানে তারা ফিরিতেছে সদা।
(রাজরাজেশ্বর, কিম্বা, গৃহস্থ, ভিক্ষুক,
মৃত্যুভয়, স্বহৃদয়ে সবার সমান।)
—এরূপ প্রবল শত্রু, সর্ব্বদা যাঁহার,
মহাসুখী, বলি, তাঁরে কেকরে প্রত্যয় ?
অতএব, বিজ্ঞগণ ! দেখুন বিচারী,
নিঃশঙ্ক হৃদয়ে বাস, কে করে সংসারে ?
দুঃখের আকর চিন্তা, নিশ্চিন্ততা সুখ,
সর্ব্বজন, একবাক্যে কহিবে এ কথা।
সংসারের সঙ্গে, যার, যত ঘনিষ্ঠতা,
চিন্তার প্রভেদ, তার, দেখি অল্পাধিক।
চিতা হ'তে দুশ্চিন্তার শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ—
করেছেন, আর্য্যগণ, যুক্তি প্রদর্শিয়া।—
মৃত ব্যক্তিকেই, চিতা, করয়ে দাহন,
—চিন্তা সদা দগ্ধ করে সজীব মানবে।
বিষম চিন্তার জ্বালা, সর্ব্বদার তরে—
ব্যথিত করিছে যত মানব অন্তর।
হু হু করি জ্বলে, যবে, চিন্তানল হৃদে,
অমনি, দূরেতে যায়, সুখমরীচিকা।
ইন্দ্রিয় সুতৃপ্তি মাত্র, নিত্যসুখ হ'লে—

বঞ্চিত তাহাতে, কেবা, আছে ধরাধামে।
নির্দ্ধনের ক্ষুন্নিবৃত্তি, যেইরূপ হয়,
ধনীদের, তাহাপেক্ষা, ভিন্ন কি সম্ভবে?
দ্রব্যের পার্থক্যমাত্র দেখিবারে পাই
তৃপ্তিসুখ তারতম্য, কিছুই দেখিনা।
সুষুপ্তির সুখভোগ, বরং, দুঃখীগণ,
নিশ্চিন্তে লভিছে নিত্য; ধনীরা সে সুখ
লভে, কদাচিৎ কেহ? তন্দ্রার আবেশে
দুঃস্বপ্ন আসিয়া কত, অতি কষ্ট দিয়া
পোহায় রজনী তার, দহিয়া হৃদয়।
(সতত সভয় চিত্ত, ধনীর যেমন
নির্দ্ধন তেমন কোথা ভয় করে কারে?)
পাশবরৃত্তিতে সুখ, যদি সম্ভাবিত,
তাহাতে সমান সুখী; কি, ধনী, নির্দ্ধন।
চতুর্ব্বিধ-জ্ঞান, পশু, পক্ষীদের(ও) আছে,
অকুতোভয়েতে, তারা, সম্ভোগে সে সুখ।
নশ্বর সুখেরে, সুখ, ধারণা যাহার—
নির্লজ্জ, কে আছে আর তাহার সমান।
লালায়িত চিত্ত যার মিথ্যা সুখ হেতু,
সে, কি কভু পারে, নিত্য-সুখ অর্জ্জিবারে?
প্রকৃত সুখের তত্ত্ব, যেজন করিবে,
—ত্যাগ ভিন্ন! তাহা, কার, ঘটেছে কপালে।

যাবৎ র'য়েছে, মনে, বিষয় বাসনা,
কি শক্তি তাহার নিত্য সুখ অন্বেষণে ।
'কে আমি' ইহাই যবে জানিতে হৃদয়,—
জিজ্ঞাসিবে চরাচরে,—ব্যাকুল হইয়া—
নিস্তব্ধ জগত !—তার, প্রশ্নের উত্তরে ।
সহস্র ধিক্কার দিয়া আপন হৃদয়ে—
বুঝিবে তখন,—"আমি" ভূতপঞ্চমাত্র ।
"আমি" জ্ঞান, তিরোহিত হ'লে, কে আমার—
থাকিতে সম্ভব, এই প্রবঞ্চ জগতে ।
অতুল সম্পদ, কিম্বা, প্রিয় বন্ধুজনে—
বীতস্পৃহ চিত্তে, কভু রবে না আসক্ত ।
—স্বজন বিয়োগ জন্য অসহ্য যাতনা,—
স্থান কি পাইবে, তার, মানসে তখন !
—বিষবোধ হবে, যত, নশ্বর বিভবে ।
বিষয়ে জঞ্জাল জ্ঞান করি, অহরহঃ—
কেবল উদ্যম, তাহা, কিসে বিসর্জ্জিবে ।
—"মহারাজা রামকৃষ্ণ" নিবিষ্ট অন্তরে—
অন্বেষিলা নিত্যসুখ, যবে যোগবলে,
ভ্রূক্ষেপ কি ছিল তাঁর, বিষয়ের প্রতি !
অতি অল্পকালে, প্রায়, সমস্ত সম্পদ,—
পরহস্তগত হ'ল অনেকেই জানে ।
—কিন্তু, একদিন(ও) তিনি, ক্ষোভ না প্রকাশি—

প্রশান্ত মানসে চিন্তি, ইষ্টদেব পদ,
ইহলোক-পরিত্যাগ করেন হরিষে।
—মহাযশ-"লালা বাবু" বিখ্যাত ভারতে,
নিত্য-সুখ-পথ-লিপ্সু হ'লেন যখন,
ত্যজি ছার ধনজন, প্রসন্ন হৃদয়ে—
ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বি, ক্ষুন্নিবৃত্তি করি—
সুপবিত্র বৃন্দারণ্যে তেয়াগিলা দেহ।
সুদুর্লভ সুখ আশে মহাত্মানিচয়,
কতই না কষ্ট সহ্য করেছেন ভবে!
তথাচ সবার ভাগ্যে সে অমূল্য সুখ,—
ঘটেছে, এমন কথা, কে বলিতে পারে?
সরল না হয়, সেই, নিত্যসুখ-পথ,
অতীব দুর্গম! তাহা কণ্টকে আবৃত;
কত বাধা, কত ভয়, তাহাতে নিয়ত,
বিনা কষ্টে সাধ্যকার, বিচরে সে পথে।
এহেন, দুষ্কর কার্য্যে বিষয়ী মানব,
ইচ্ছা করি অগ্রসর, কদাচ কি হয়?
অনায়াস-লব্ধ-তুচ্ছ-সুখভোগ করি,
ভ্রুকুটী করিয়া দর্পে অঙ্গসঞ্চালিয়া—
প্রভুত্ব করিছে, সদা, আত্মহারা হয়ে।
হায় রে! যে দিন, সেই ভয়ঙ্কর কাল,
গ্রাসিবার তরে, মুখ-ব্যাদান করিয়া—

জীবের শিয়রে আসি হয় উপস্থিত ;
—মোহনিদ্রাভঙ্গ হ'য়ে চকিতের ন্যায়,
স্মৃতির প্রভাবে,আত্ম-দুষ্কৃতি স্মরিয়া—
অশ্রুজলে ভাসি মাত্র, করে হাহাকার।
—শ্লেষ্মা অবরুদ্ধকণ্ঠে, বাক্য নাহি সরে,
ছল ছল নেত্রে স্বীয় বন্ধুগণে হেরি
অন্তরে ইহাই যেন, বলয়ে অভাগা,
—"তোমাদের জন্য এই দুর্দ্দশা আমার" !
মনোগতভাব, সেই, মুমুর্ষু জনের
বুঝিতে কাহার(ও) শক্তি যদ্যপি থাকিত,
তবে কি কুপথে আর, সংসারী সকল—
ভ্রমণ করিয়া হ'ত এত বিড়ম্বিত।

মায়ার মোহন-মন্ত্রে মুগ্ধ, জীবগণ,
সুখ প্রলোভনে, সদা. উন্মত্তের প্রায়,
সাধিতেছে কার্য্য মাত্র বিচার না করি।
অতীব প্রবল, আশা-তৃষ্ণা মানবের,
নিবৃত্তি করিতে শক্তি কাহারই নাই।
সুখ-মরীচিকা ভ্রমে, ভ্রমিয়া, ভ্রমিয়া,
বিনষ্ট হ'তেছে, সদা, নরনারীগণ।
—ভাগ্যফল, ভিন্ন, কার না ঘটে অদৃষ্টে
বৃথা পণ্ডশ্রম করি হয় অবসন্ন,
কিন্তু, তাহা বোধ, কার, আছে এ জগতে।

—সকলেই সুখ হেতু সদা লালায়িত,
এ পর্য্যন্ত সুখ-সীমা, না পাইল কেহ।
—কিরূপে সিদ্ধান্ত হয় "ইনি বড় সুখী"
বিশ্বেশের সুকৌশলে এ বিশাল বিশ্বে—
বিস্তর মনোজ্ঞ বস্তু, ঐহিক সুখের
চতুর্দ্দিগে রহিয়াছে বিক্ষিপ্ত হইয়া,
তত্তাবত্ব প্রতি লোভ করেছে অনেকে,
কিন্তু, সুখ সমষ্টির স্বাদ, এপর্য্যন্ত—
গ্রহণ করিল, কভু একদেহে কেহ ?
সংসারে অভাব ভিন্ন, শুনিতে না পাই ;
সকলেই ব্যস্ত, তাহা, মোচনের তরে।
—কিন্তু, সুপ্রসন্ন ভাগ্য, না দেখি কাহার,
বিষয়ী ভবনে হ'ল, অভাব মোচন !
অভাব যাহার যত, তত, দুঃখ তার,
—প্রভেদ ইহাই মাত্র দুঃখের সংসারে।
অভাবে উপেক্ষা করি, প্রসন্ন হৃদয়ে—
সন্ধান করিছে, সদা, যাঁরা, আত্মারামে—
সত্য, সত্য, সুখী তাঁরা, ইহ পরলোকে।
ক্ষণধ্বংসী সুখে, সুখ, যাহার প্রত্যয়,
অপ্রত্যক্ষ নিত্য সুখ, সে কেন বুঝিবে।
—দুষ্কৃতি ক্ষালন, নাহি, হ'বে যতদিন,
বিষয় বাসনা তারে সদা বিড়ম্বিবে।

তামস আচ্ছন্ন হৃদে, বিবেক চন্দ্রমা,
ভাগ্যফলে, যদি কা'র (ও) উদে কোনকালে,
তবেই, সংসার রূপ-ঘোর অন্ধকার,
বিদূরিত হইবার সম্ভাবিত স্থল।
—হেন ভাগ্যবান; যিনি, সার্থক জীবন,—
লভিলা, আসিয়া এই ভব কারাগারে!
—করিলে বিশেষ চেষ্টা, অতি অল্পদিনে—
কারামুক্তে যাইবেন স্বদেশে চলিয়া।
হায় রে! থাকিতে গলে হীরকের হার,
রিপু চক্রে পড়ি মোরা, কাচে তত্ত্ব করি।
—আত্ম-জ্ঞান ব্যতিরেকে এ সকল ভ্রম;
নাহি হবে মানবের নিবৃত্তি কখন।
অনির্ব্বচনীয় সুখ, ঈশ্বর প্রসাদ;
কাল, যাহা কোনকালে, ধ্বংসিতে না পারে!—
(অটল, অচল ভাবে, স্থির সর্ব্বক্ষণ,)
সে সুখের প্রতি, দৃষ্টি রহিত হইয়া—
বাহ্য সুখে অবিরত উন্মত্ত আমরা!
"এই আছে, এই নাই", এরূপ যে সুখ,
—ইহাই সম্পত্তি যার! তারে সুখী জানে—
কত না বিষন্ন হই, (সে সুখের আশে)
শঠতা, ধূর্ত্ততা, মিথ্যা করিয়া আশ্রয়,
কৃতঘ্নতা, চৌর্য্যবৃত্তি, ঘোর দস্যুতায়,

অগ্নি দিয়া কার (ও) গৃহ ভস্মীভূত করি।
—পরপত্নী লোভে, হ'য়ে শত তিরস্কৃত,—
সাধিতেছি যে সকল কার্য্য সুখতরে ;
—পাই কি তাহাতে সুখ, ক্ষণকাল মনে ?
—সর্ব্বদা সভয়চিত্ত, (কে বা ইহা জানে)
কারাদণ্ড-বিভীষিকা, উদিয়া হৃদয়ে
চিন্তানলে নিরন্তর হই জর্জ্জরিত।
—হেন কুলাঙ্গারগণে সুখী বলি ভ্রম—
অবশ্য হইতে পারে অদূরদর্শীর।
কালের কুটিল চক্রে পড়িয়া মানব,
হিতাহিত জ্ঞানশূন্য, হইয়াছে প্রায়,
—নতুবা, এরূপ ভ্রান্তি, হইতে কি পারে !
নাহি আজি, আর্য্যকুল—পবিত্রকারীরা,
উপেক্ষিয়া বাহ্যসুখে, বিবেকে যাঁহারা,
প্রলোভন-পূর্ণ স্থানে বাস নাহি করি,
থাকিতেন হৃষ্টচিত্তে দুর্গম কাননে।
—ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেন, বন্য ফল সেবি,
অজিনে বল্কলে অঙ্গ, আচ্ছাদন করি—
প্রতিবাসী পশুপক্ষী, হেরি, সর্ব্বক্ষণ
কত না আনন্দ বোধ করিতেন মনে।
—কুটিলতা, কপটতা, হিংসা কিম্বা দ্বেষ,
স্থান না পাইত সেই সুপবিত্র হৃদে।

—অকুতোভয়েতে, সদা, মৃগ শিশুগণ,
নিকটে আসিয়া তৃণ, ভক্ষণ করিত,
নাচিত প্রাঙ্গনে শিখী, নিত্য নিত্য আসি।
প্রাকৃতিক শোভা ভিন্ন, কৃত্রিম সৌন্দর্য্য
নাহি ছিল কিছু তথা মানবে মোহিতে।
নিত্য সুখ অভিলাষী, হইয়া তাঁহারা,
ভব উপদ্রব ত্যজি, যাইতেন বনে।—
(বিষয় মদিরা পানে উন্মত্ততা হেতু,)
বিশ্বাস না হবে ইহা অধুনা কাহার।
তন্ন তন্ন করি যদি দেখে কোনজন,
অবশ্য প্রতীতি তার হইবে নিশ্চয়।
নিত্য সুখ কার (ও) ভাগ্যে না ঘটে সংসারে।
যতই ভ্রূকুটী কেন, না করে বিষয়ী,
মৌখিক ব্যতীত তাহা, আন্তরিক নহে।
বড়সী বিদ্ধের জ্বালা করিতে গোপন,
চড়কী যেরূপ হাসে, তদ্রূপ সংসারী,—
হাসিয়া জানায়, লোকে "আমি সদা সুখী।"
—অন্তরের স্তরে স্তরে সদা যে বেদনা,
কেহ না প্রকাশে তাহা লোক লজ্জা ভয়ে।
(অন্তর্দ্দাহে অহরহঃ জর্জ্জরিত নর
তথাপি নিবৃত্ত নাই বাহ্য আড়ম্বরে।)
লক্ষ লক্ষ লোক যার আছে আজ্ঞাকারী

ইঙ্গিতে প্রলয় কার্য্য সাধিতে যে পারে,
যদি তার মনে নাহি থাকে সুখ লেশ,
—বলিতে দুর্ভাগা, তারে, কুণ্ঠিত কে হয় ?
মনের অসুখ হ'তে দুঃখ নাহি আর,
—কাহার না আছে, তাহা, বিশাল সংসারে ?
পড়ে, যে, দীপ শিখাতে অজ্ঞান পতঙ্গ,
মরে যে মীনেরা, বিদ্ধ, হইয়া, বড়িসে।
কেহই তাহাতে, খেদ, না করে প্রকাশ,
যে হেতু তাদের নাই হিতাহিত বোধ।
ঈশ্বর কৃপায়, জ্ঞান, লভিল মানব,—
ইষ্টানিষ্ট বুঝিবার আছয়ে শকতি।
কত কষ্টে, কতজন, বিদ্যারত্ন লভি,
বিবিধ বিদ্যোপাধিতে হ'তেছে ভূষিত,
তবুও তাঁহারা ক্ষান্ত বিষয়ে নহেন,
ধন্য বিদ্যাফল জ্ঞান ! ধন্য জ্ঞানী নর !

বাঙ্গালা ভাষার আশু, যেমন উন্নতি,
যশোলিপ্সা ততোধিক হ'তেছে সবার ;
করিতে দিগন্তব্যাপ্ত সুযশো গৌরব,
হরিসভা, ধর্ম্মসভা, বিষয়-বিবেক,
সুনীতি জ্ঞানদীপিকা, আর্য্য সংরক্ষিণী,
মোহ প্রশমিতকরী, শান্তি সুধাধার,
জ্ঞানপ্রভা, প্রভাকর, ধর্ম্মের বিকাশ,

বৈরাগ্যোদয় চন্দ্রিকা, সত্যানুসন্ধান,
যতোধর্ম্ম স্ততোজয় মোহান্ধ বিনাশ,
ধর্ম্মজ্যোতি বিকাশিকা, শান্তি নিকেতন,
ইত্যাদি অপূর্ব্ব নামে অভিহিত করি
চতুর্দ্দিকে কত সভা হ'য়েছে স্থাপিত।
—সাপ্তাহিক বক্তৃতার গম্ভীর নিনাদ,—
কাঁপাইয়া ধরাতল, ভেদিয়া অম্বর,—
উঠিতেছে সুরলোকে, যেন দর্পভরে।
—সংসারের অনিত্যতা, কথায় কথায়—
নির্গত হতেছে, সদা, বক্তাদের মুখে।
সত্য, ইহা, শুভকার্য্য, বলিতে হইবে,
সদুদ্দেশে যাহা হয়, শ্রেয়স্কর তাহা;
ভবিষ্যতে ইহা হ'তে সুফল প্রসব,—
না হইবে, হেন কথা কে বলিতে পারে?
কিন্তু, যদি আত্মজ্ঞান, লভিয়া প্রথমে—
বিষয় বাসনা হ'তে নিবৃত্ত হইয়া
লোক হিতব্রতে করি জীবন সঙ্কল্প,
উপস্থিত হন; কেহ, এরূপ ব্যাপারে,
তবেই তাঁহার যশঃ ভুবনে রটিত।
(উদ্দেশ্য সাধিয়া তিনি হইতেন সুখী)
—নতুবা যে প্রণালীতে হইয়াছে সভা,
প্রায়শই স্বার্থশূন্য না শুনি শ্রবণে।

অধিকাংশ বক্তাগণ আত্মগরিমায়,
(সর্ব্ব শাস্ত্রবেত্তা যেন হ'য়েছেন তাঁরা)
ভাবেন অভ্রান্ত তিনি, দিতে উপদেশ,
(হউক সর্ব্বত্র রাষ্ট্র সুনাম তাঁদের,)
ইহাই ধারণা হয়, দেখি ব্যবহারে।
স্বার্থ, কিম্বা, অনুরোধ ব্যতীত, যে, কেহ,
—সভাস্থলে আগমন, করেন, সভ্যেরা,
উপস্থিত হয় নাই সেরূপ সময়,
সভাও তদ্রূপ ভাবে নহে সুগঠিত।
দেখিবারে পাই, মাত্র, কতিপয় সভা,—
দীর্ঘজীবী একরূপ বলিতেও পারি।
কিন্তু, তাহে এপর্য্যন্ত, কি ফল ফলিল,
চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ, তাহা, করিলনা কেহ।
অধিকাংশ ধর্ম্ম সভা, ভাণ মাত্র সার,
উদ্যোগীর স্বার্থ স্রোত গোপনে বহিছে।
সুপবিত্র কার্য্যে যদি, থাকে, স্বার্থ যোগ,
নিত্য সুখ প্রয়োজক, কিরূপে সম্ভবে ?
অনুরোধে, উপরোধে, স্বার্থের নিমিত্ত—
সংসারীর কার্য্যমাত্র, হয় অনুষ্ঠিত।
অকাম ধর্ম্মাভিসন্ধি, যে কার্য্যে কর্ত্তার,
আত্মার প্রসাদ তাতে হয় যে প্রকার,
—অন্য কার্য্য সুখপ্রদ সেরূপ কি হয় ?

নিঃস্বার্থ পরোপকারী, তুচ্ছ ধন, মান—
যশের লালসে, নাহি, হয় লালায়িত।
—অপবাদ, ঘৃণা লজ্জা, উপেক্ষি অন্তরে,
প্রলোভনে পদাঘাত, করি শতবার,
সময়ে প্রাণের মায়া, পরিত্যাগ করি,
পরহিত সম্পাদনে, লভে যেই সুখ ;
—স্বার্থান্ধ সংসারী, তাহা, বুঝিবে কিরূপে ?
যেরূপ হ'য়েছে আজি, সংসার ভয়াল,
সাধু কি অসাধু চেনা বড়ই কঠিন।
—গৌরিক বসনাবৃত, দীর্ঘ শ্মশ্রুধারী,
রুদ্রাক্ষ তুলসীমালা, শোভি কণ্ঠদেশ,
বিভূতি ভূষিত করি, ললাটফলকে,
কতশত ভ্রমিতেছে দেখি অহরহঃ।
—ভাবক কি প্রতারক, জানা নাহি যায়,
(বাহ্যমূর্ত্তি অবশ্যই, পূজনীয়া বটে।)
—লুব্ধমনাঃ জনগণে, বিশ্বাসে প্রতারি,
কতজনে করিতেছে ঘোর সর্ব্বনাশ।
অলিক সুখের তরে পবিত্র মূর্ত্তির,
নাহি হয় সঙ্কুচিত কলঙ্ক প্রদানে।
অতি অল্পকালে রাজ্য, হ'য়ে রূপহীনতা,
না পায় দেখাতে মুখ, কুলপাংশুলেরা।
—একদিন দশস্কন্ধ, রাক্ষস কেশরী,

সুপবিত্র যোগীবেশ, করিয়া ধারণ,
ধর্ম্মমুক্তা জানকীরে হরিয়া দুর্ম্মতি,
—স্ববংশ করিল ধ্বংশ, বিদিত ভুবনে।
পাপীর পাপাত্মা সুখী, কিছুতে না হবে,
করুক যতই চেষ্টা, বিফল সে সব।
সত্যপথ অবলম্বি, যদি মৃত্যু ঘটে,
শ্রেয়স্কর তাহা ; অন্তে, অতীব সুখের।
ইচ্ছায় গরল পান, করিয়া মানব,
দুঃখ সাগরেতে মগ্ন হইতেছে সদা।
বরং পশুপক্ষীগণ, সুনির্দ্দিষ্ট পথে,
বিচরণ করিতেছে, (দেখিবারে পাই)
—সময়ে সমস্ত কার্য্য করি সম্পাদন,
নীরোগ শরীরে তারা যাপিতেছে কাল।
যত অত্যাচার হয়, মানবমণ্ডলে,
স্মরিলে সেসব, অঙ্গ কাঁপে থর থর।
শ্বাপদ হইতে হয়, মানব দুর্ব্বৃত্ত,
ভয়ঙ্কর অতিশয়, লোককষ্ট প্রদ।
মিথ্যা সুখ অভিলাষে নিরয়ের পথ,
জানিয়া শুনিয়া করে স্বহস্তে নির্ম্মাণ।
ধর্ম্মের বিপ্লব আজি হ'য়েছে জগতে
নিত্যসুখে দৃষ্টিহীন, মানব নিচয়।
ইচ্ছা বশবর্ত্তী হয়ে ভ্রমিতেছে সবে,

কিন্তু তাহা কতদূর উচিত, ভাবিনা।
সংকল্প ব্যতীত কার্য্য, সিদ্ধ নাহি হয়,
তথাপিও সদসৎ বিবেচ্য সবার।
যাহার কলুষ পঙ্কে, পদ না স্পর্শিল,
সার্থক জীবন তার, জগত মাঝারে,
—অনায়াসে নিত্যসুখ লভে নিজগুণে।
হায়! এই ভবহাট, কি ঐন্দ্রজালিক,
কাহারই ভ্রম দূর না হয় এখানে।
চতুর্দ্দিকে যত বস্তু, পাই দেখিবারে
নয়ন রঞ্জক, কিবা মনোমোহকর।
—তাহে পুনঃ বিক্রেতারা, কৌশল বিস্তারি
করিয়াছে সুসজ্জিত, অতি পরিপাটী।
যদ্যপিও সে সমস্ত অসার পদার্থ,
তথাপি কাহার সাধ্য নির্ব্বাচন করে।
ঝক্ ঝক্ করিতেছে লাবণ্য ছটায়,
লোভাকৃষ্ট না হইয়া কে পারে থাকিতে।
—কাম, ক্রোধ, লোভ আদি, দালালের দল,
বুদ্ধি বিপর্য্যস্ত করে, ক্রেতাদের সদা;
না বুঝিয়া "গিল্টী দ্রব্য" সুবিপুল অর্থে
ভ্রমে পড়ি, অহর্নিশি করিতেছে ক্রয়।
—কিন্তু অল্পদিন মাত্র, সে সকল দেখি,
অপার আনন্দ মনে, জনমে সবার।

—পরিশেষে বিদূরিত হইলে সে ভ্রম,
আজীবন অনুতাপে হয় জর্জ্জরিত।
লজ্জায়, ঘৃণায় উহা অন্তের সদনে—
অপ্রকাশ রাখে, জ্বালা, হৃদয়ে চাপিয়া।
এইরূপে ভবহাটে, আসিয়া সকলে,
প্রায়শঃ লাঞ্ছিত হয, দেখি দিবানিশি।
তথাপি নিশ্চেষ্ট তাহে কেহ নাহি হয়;
সরং বাড়িতেছে স্পৃহা ক্ষণিক সুখের।
ভবের ঐশ্বর্য্য প্রতি লোভ যত দিন—
রহিবে মানব মনে, ততদিন আর—
প্রকৃত সুখের স্বাদ, কেহ না পাইবে।
বিশেষ কৌতুকাবহ আর (ও) এই হাটে—
ক্রেতাদের সমদুঃখ বিক্রেতাব (ও) ঘটে।
—তুচ্ছ বস্তু বিনিময়ে লভি বহুধন,
প্রশংসে চাতুর্য্যে নিজে অন্তে ঠকাইয়া।
—কিন্তু সেই ধনরাশি উদ্‌ঘাটে যখন,
অশ্রুতে প্লাবিত দেহ হয় সে সময়।
—অর্থ নহে, অনর্থের আকর, সেগুলি।
(তাম্রখণ্ডে বিমর্দ্দিত পারদ যেমন)
—"হা হতোস্মি" শব্দমাত্র করি উচ্চারণ,
ধূলায় লুটায় তারা দেখিবারে পাই।
—ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট উহা, কার সাধ্য রোধে,

করিলে বঞ্চনা অন্তে, হয় সে বঞ্চিত।
যেদিকে ফিরাও আঁখি, দেখিবে সেদিকে,
প্রতারিত প্রতারক, উভয়ে কান্দিছে।
ক্ষণকাল সুখ নাই কাহারও অন্তরে,
'কিহ'ল কি করিলাম' এই চিন্তা মাত্র।
দুঃখের সংসার, হেথা, কোন সুখ নাই,
তথাপি সুখের তরে, করি আত্ম নাশ।
কুপিত ফণীন্দ্র পট ছায়ায় বসিয়া
কতইনা রঙ্গ রস, করিতেছি মোরা,
—মুহূর্ত্তেক পরে তার সুতীব্র গরলে—
জ্বলিতে হইবে, তাকি, জানিবারে পাই?
থাকিতে লোচন মোরা, হইয়াছি অন্ধ,
শ্রবণের শক্তি আর, কিছু মাত্র নাই।
নতুবা কি হেনজন, আছয়ে সংসারে,
কঠোর অহি গর্জ্জনে, সতর্ক না হয়।
ভিক্ষুক বাজেন্দ্র কিম্বা, মধ্যবিত্ত জন,
স্বকর্ম্মের ফলভাগী, সবাই সমান।
কর্ম্ম হ'তে পাপ পুণ্য লভয়ে মানব,
সুখ দুঃখ হেতুভূত, হয়, পুণ্য পাপ।
—যে কর্ম্ম করিয়া মনে, অনুতাপ হয়,
—যে কর্ম্মে অন্যের মর্ম্মে, লাগয়ে আঘাত,
—রাজদ্বারে দণ্ডভোগ, যার পরিণাম,

—অথবা সমাজে মুখ দেখাতে অক্ষম,
—কিম্বা কারও সুখদুঃখ, জনমের মত,
বিনির্ম্মূল হয় ; স্বার্থ, সাধিকার তরে,
জীবন নিধন কারও করি অবহেলে।
ভবিষ্যত নাজানিয়া আত্ম বিসর্জ্জনে
প্রমোদিত হয় মন, পাশব বৃত্তিতে।
এ সকল পাপপূর্ণ নিরয়ের পথে
ভ্রমান্ধে নিয়ত কাল ভ্রময়ে যে জন,
ধিক্ তার জীবনেতে ! তিলেকের(ও) তরে
নাহি লভে সুখ শান্তি, কভু সে অভাগা।
অনুতাপ আত্মগ্লানি, ভীষণ অনলে
অন্তর্দ্দাহে যেইজন, হয় ভস্মীভূত,
—তাহার আবার সুখ ! ইহা কি সম্ভবে ?
—করুক মৌখিক দর্প, ঢাকি মনোভাব,
রবেনা চাতুরী কিন্তু, ঈশ্বর সদনে।
লোকলজ্জা ভয় নাহি থাকে যেই কার্য্যে,
রাজদণ্ড ভয় কিম্বা, সমাজ শাসনে,
সঙ্কোচের রেখামাত্র, যে কার্য্যে না থাকে,
—মুক্তকণ্ঠে যেই কার্য্য, অন্যের নিকটে—
প্রকাশিতে বাধা নাহি থাকে এক বিন্দু
সঙ্গোপনে কিম্বা যাহা, সবার সমীপে
সম্পাদিতে নাহি থাকে, ভয়ের কারণ

যে কার্য্যে অন্তের মন ব্যথিত নাহয়,
—ধার্ম্মিক সজ্জনে তাহা প্রশংসেন সদা।
নিজ নিকেতনে কিম্বা. পরকীয় স্থানে
রাজদ্বারে কি অরণ্যে ভীষণ শ্মশানে,
যে কার্য্য করিলে কেহ, অসন্তুষ্ট নয়,
বিভু আজ্ঞা, উল্লঙ্ঘন, যে কার্য্যে না হয়,
—সেই কার্য্য পুণ্য পূর্ণ, ধরমের.পথ।
রাজ চক্রবর্ত্তী কিম্বা রাজার মহিষী,
মধ্যবিত্ত জনগণ, কিম্বা, কৃষিজীবী,
ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বী সন্ন্যাসী ফকির,
যুবক যুবতী, কিম্বা, প্রাচীন প্রাচীনা,
—সকলের সমভাবে অধিকার তাহে।
(ক্ষুদ্র, নীচ, ভেদাভেদ, শুভকার্য্যে নাই।)
আজীবন সুপন্থায় যে করে ভ্রমণ,
নীচাদপি নীচ হ'লে(ও) পূজনীয় সেই।

নিরন্তর, নিত্য সুখে স্পৃহা, যার দেখি,
ধন্য সেই মহাজন অবনীমণ্ডলে।
মানবের মনে যদি হ'তে পারে সুখ,
অদৃষ্ট প্রসন্ন হেতু লভে সেই জন।
তুমি, আমি, যে সুখের সর্ব্বদা ভিখারী,
তাঁহারা. করেন তাহা পদে বিদলিত।
ঈশ্বরের-প্রেমে যিনি, সদা আনন্দিত,

নিরানন্দ, স্থান তাঁর, না পায় অন্তরে।
রাজ্যনাশ, কিম্বা বন্ধু-বিয়োগের দুঃখ,—
উপেক্ষা করেন, তিনি, অম্লানবদনে।
যোগীর হৃদয়ে আছে, যে ধন নিহিত,
রাজার কি সাধ্য তাহা করিতে হরণ।
—চোরে না লইতে পারে, সিঁধ কাটি ঘরে,
ব্যর্থমনা দস্যুদল থাকে চিরকাল।
যোগীদের ভয় নাই, ব্যাঘ্র, কি, ভল্লুকে—
কিম্বা, বন্যহস্তীমুখে, মহিষে, গণ্ডারে,
কোনরূপ, হিংস্রজন্তু, কেশাগ্র তাঁদের—
পরশিতে নাহি পারে, কদাচ সংসারে।
—করাল-কৃতান্ত-সম, গর্জ্জিত ভুজঙ্গ—
কণ্ঠের ভূষণ, তাঁরা, করেন হাসিয়া।
সুখের নিমিত্ত মৃত্যু, হয়, তাঁহাদের।
(যে হেতু, অতুল সুখ, হবে পরকালে।)
জীবনে মরণে, যাঁর, অবিনাশী সুখ,
তাঁহাকেই, সুখীবলা সঙ্গত সবার।
সংসারে মানব বন্ধু, যত জন হয়,
স্বার্থের সকলে দাস, "বন্ধু"ভ্রম মাত্র।
—স্বার্থের সম্বন্ধ, যবে, বিদূরিত হয়,
অমনি সে বান্ধবেরা, সুদূরে পলায়।
—কিন্তু, দারা, পুত্র আদি, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়,

না ছাড়িয়া অভাগাবে, ঘোর শক্রতায়—
পদাহত ফণীমত, দংশে নানা সূত্রে।
—যত কেন, দুগ্ধ দিয়া, পাল না অহিরে,
সময় পাইলে সে, কি, না করে দংশন ?
আত্ম স্বার্থ বিসর্জ্জিয়া, পর.উপকার—
যে করে, প্রকৃত বন্ধু, তাহারেই বলি।
সেরূপ বান্ধব, আজি, অদৃষ্টে কাহার—
ঘটেছে, যে, হেন কথা অত্যল্পই শুনি।
হায় ! কি, ভ্রমেতে মোরা, হ'য়েছি পতিত,
ক্ষণকাল(ও) এ সকল, চিন্তি না অন্তরে।
হীরকের-হার, গলে করিয়া ধারণ—
নির্ভয়ে, দস্যুর সঙ্গে, বসি কাটি কাল !
ক্রমশঃ, কুটুম্বজাল বিস্তৃত করিয়া,—
আপনা আপনি বদ্ধ, হতেছে মানব।
বাহির হইতে পথ, না পায় যখন,
চেতনা তখন হয়, কথঞ্চিৎরূপে।
—দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণায় হইয়া অস্থির,
চতুর্দ্দিকে শূন্যময় দেখে এ জগৎ।
অজ্ঞান তিমিরে যবে, জ্ঞান মুগ্ধ হয়,
বিবেক, কদাচ, মনে, নাহি পায় স্থান।
সময়ের আবশ্যক, সমস্ত কার্য্যের,
অসময়ে ব্যর্থ চেষ্টা, ফল নাহি হয়।

মৃত্যুকাল অনিশ্চিত, দেখিয়া শুনিয়া—
সময় প্রতীক্ষা করা, কভু কি উচিত?
বরং, যাহা অকর্ত্তব্য, পাপপূর্ণ কার্য্য—
ব্যস্ততা সহিত, তাহা, মুহূর্তের মধ্যে—
সম্পাদিয়া, সুখজ্ঞান করিতেছি কত।
অথচ, যে কার্য্যে সুখ, ইহ পরকালে;
তৎপ্রতি কি আছে লক্ষ্য সংসারীর মনে।
সুতরাং, অসীম ক্লেশে, দিবা বিভাবরী—
জর্জ্জরিত হইতেছে, আপন ইচ্ছায়।
বিষয়-বাসনা দূর, না হইতে মনে—
শান্তিসুধা, পান, সাধ, শুধু বিড়না।
যাহার অন্তরে নাই, ক্ষণকাল শান্তি,
কদাচ, সে সুখী নহে, নশ্বর জগতে।
শান্তি-সুখ-নিকেতন, নহে, এ সংসার,
হেথা, সুখইচ্ছা করা, নিতান্তই ভ্রম।
ধন, জন, অনেকের আছে সুপ্রচুর,
তা'বলি তাহারা, নহে, নিত্য সুখী কেহ।
আপন দায়ীত্ব জ্ঞান, স্বার্থে ভুলাইয়া,—
পর সুখ-সম্বর্দ্ধনে ব্যাকুল সংসারী।
কি পুরুষ, কিবা নারী, যৌবন সময়
একেবারে মগ্ন হয় ভ্রান্তিময় কূপে—
হিতাহিত জ্ঞান, আর, না থাকে তখন,

ভাবে, বুঝি এই ভাবে যাবে চিরকাল।
যবে ক্রমে দেখে দেহে বার্দ্ধক্য লক্ষণ,
আশাভঙ্গে, অনুতাপে ভাঙ্গি মোহঘুম,
অসময়ে চক্ষু মেলি, কিন্তু কি ভাষণ।
আপনার অধঃপাত দেখ মুহুর্ম্মুহু,
জলমগ্ন সম পড়ে বিঘোর ফাঁকরে
না পায় উদ্ধার পথ, কি তীব্র যাতনা।
তারপর, জরা আসি করে আক্রমণ,
দেহের সৌন্দর্য্যরাশি সুদূরে পলায়।
পূর্ব্বে, মুখ-প্রতিবিম্ব দর্পণে দেখিয়া,
ভাবিত, যে, হেন সুশ্রী বিরল জগতে।
এখন(ও)ত সেই মুখ! তবে কি কারণ,—
দেখেনা দর্পণে আর, আপনা ধিক্কারে।
কোন প্রলোভনে সুখ না পায় খুঁজিয়া,
বসনে ভূষণে নাহি তৃপ্তি ক্ষণমাত্র,
অনুতাপে তনুদাহ হয় সর্ব্বকাল।
—অত্যুৎকট ব্যাধিচয়, সময় বুঝিয়া—
প্রবল প্রতাপে তারে; করে আক্রমণ।
—শয্যা মাত্র অবলম্ব, (কণ্টকিত(ও) তাহা)
কিছুতেই সুস্থ নহে দুর্ভাগার মন।
প্রেয়সীর প্রিয়বাক্য, বজ্রধ্বনিসম—
বিন্ধে হতাশার হৃদে কাল ভেরী প্রায়।

প্রিয়ম্বদ পুত্রমুখ, নিরীক্ষণ করি,
বিভীষিকা বোধে, নিজ, চক্ষু মুদি রয়।
দাস দাসীগণে, যম—সহচর জ্ঞানে,—
দর্শনে কম্পিত দেহ, হয় মুহুর্ম্মুহুঃ।
সদসৎ কার্য্যমাত্র, না বিচারি মনে,
চিরদিন, ধন, যাহা, সঞ্চয় করিল,
—সমস্ত সঞ্চিত গৃহে, তথাপি কি হেতু—
মর্ম্ম-ছেদ হইতেছে, তীব্র যাতনায় ?
—বুঝিলাম,—বুঝিয়াছে-মুমুর্ষুর মন,—
অন্তকালে কিছুতেই নাহিক স্থসার !।
অতুল ধনেশ, কিম্বা, শতপুত্র-পিতা,
কালহস্ত হ'তে, কেহ, না পাবে নিস্তার।
অদ্য কল্য পক্ষান্তে, বা, মাস, বর্ষান্তরে,
নিশ্চয় ভীষণকাল, গ্রাসিবে সবারে।
কে না দেখে, শুনে, ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ,—
তথাপি, কি, ভ্রম দূর, হতেছে কাহা(ও) ?
চিরজীবি, মনে করি, ভ্রমান্ধ মানব—
ভ্রমিছে অযথা, হায়, সুখ লভিবারে,
—কিন্তু পরিতৃপ্ত, তাহে হয় নাই কেহ।
তবে যে, (নশ্বর সুখে) বলি "ইনি সুখী"
বলত, সে সুখ, আর, কতদিন তরে ?
পড়িয়াছ, ব্যাসকৃত অপূর্ব্ব ভারত,

পড়িয়াছ, রামায়ণ, বাল্মীকি রচিত,
পড়িয়াছ, আধুনিক, কত ইতিহাস,
—কি দেখিলে, কি বুঝিলে, বল সত্য করি,—
নশ্বরতা ভিন্ন, কিছু, দেখেছ কি আর ?
আজিও সে রঙ্গভূমি, আছে বিদ্যমান,
কেন নাই একটীও পূর্ব্ব অভিনেতা ?
—আজ, অভিনেতৃপদে, প্রতিষ্ঠিত যারা,
দেখিতে, দেখিতে, কবে, তারাও লুকাবে।
ভবনাট্যালয়ে, আসি, দুদিন নিমিত্ত—
হাসাইয়া, কান্দাইয়া, দর্শকগণেরে—
যাইতেছে চলি, সদা কত শত জন।
সামান্য নাটকাগারে, আজি যে "অর্জ্জুন,"
কল্যও আসিতে পারে, সে "অর্জ্জুন" সাজি।
—কিন্তু ভব নাট্যভূমে, একবার যিনি,—
করিলেন, অভিনয় -উৎসাহে মাতিয়া—
বারান্তরে নাম, গন্ধ, থাকিবে না তার।
ধরাধামে সুখ চেষ্টা, করিয়া মানব,
ভগ্ন মনোরথে যায়, সুখ না পাইয়া।
সংসারে, এমন সুখ কিছুনা পাইবে—
চিরদিন সমভাবে যাহা স্থির রয়।
ঈশ্বরের সৃষ্ট বস্তু, যত দেখি ভবে—
জীব হিতকর, সব, নাহিক অন্যথা।

শিল্পের চাতুর্য্য তাহে, এমনি নিহিত,
বুঝিবার শক্তি নাই, সামান্য নরের।
কোন দ্রব্য, অকারণে সৃষ্ট নয় তাঁর,
—চতুর্দ্দিকে সমুদয় মঙ্গলের তরে।
এমন পাষণ্ড, কেবা, আছে ধরাধামে,
প্রাকৃতিক শোভা হেরি মুগ্ধ নাহি হয়?
—কিন্তু, তাহা, ন্যায্যরূপে যে করে সম্ভোগ,
অবশ্য তাহার(ই) হয় সুখের কারণ।
—নতুবা নির্দ্দিষ্ট বিধি, ভুলিয়া মানব,
রিপুবশে অত্যাসক্তি প্রকাশ করিলে—
অমৃতে গরল উঠে। দেখিতে দেখিতে—
অত্যল্প দিনের মধ্যে, সেই হলাহলে—
জ্বলি, পুড়ি, ভস্ম হয়, সেই জ্ঞান হীন।
বিষয় বাসনা, হ'য়ে অতীব প্রবল,
অধঃপাতে যাইতেছি, স্বেচ্ছায় আমরা
সীমাবদ্ধ পথে, যদি, করি বিচরণ,
—কণামাত্র অমঙ্গল স্পর্শিতে না পারে।
ইহলোকে যে মহাত্মা, আজীবন কাল—
না লঙ্ঘি ঈশ্বর আজ্ঞা, মুহূর্ত্তের তরে—
সংসারের কর্ত্তব্যতা, করেন পালন,
অবশ্য হবেন, তিনি, নিত্য সুখে সুখী।
কিন্তু, এবে মানবের পতনের দিন;

—হৃদয়ে সে ধর্ম্মভাব, পাইতেছে লোপ,
পাশব বৃত্তিতে সবে হইয়াছি ব্রতী।
স্বেচ্ছাচারে বশীভূত, শাস্তা শূন্য দেশ,
(দণ্ডভয় ব্যতিরেকে ধর্ম্ম সংরক্ষণ,
হইয়াছে কোন(ও) কালে শুনিতে না পাই)
বিজাতি-ধর্ম্মের, আজি, উড়িয়াছে ধ্বজা,
সমাজ বন্ধন রজ্জু, শ্লথ, দিনে দিনে।—
আর্য্যবংশ ধরগণ, অনার্য্য সাজিয়া—
ঐহিক সুখের হ্রদে নিমজ্জিছে সদা।
জানেনা নির্ব্বোধগণ, হ্রদে আশীবিষ—
লুক্কায়িত ভাবে আছে, বধিতে জীবন।
—সময় প্রতীক্ষা, মাত্র, করিছে তাহারা,
অতি শীঘ্র, সর্ব্ব, গর্ব্ব, হরিবে নিশ্চয়।
তুচ্ছ, সুখ আতিশয্যে প্রমোদিত হয়ে—
আয়ুধন অপচয়, করি যে প্রকার
করি কি সেরূপ কেহ ধর্ম্মের নিমিত্ত।
অবিনাশী সুখ যাহা, প্রকৃত সে সুখ,
তদিতর সুখ মাত্র জলবিম্ব প্রায়।
আত্মার আরাম স্থান, নহে এ সংসার,
অন্য স্থান রহিয়াছে নিত্য সুখ পূর্ণ।
পরীক্ষার তরে, জীব, আসি কর্ম্মভূমে,—
কেহবা উত্তীর্ণ হয়, কেহ নাহি পারে।

—কিন্তু এ পরীক্ষা নহে, এম, এ, বি, এ, মত
(ভীষণ, ভীষণতর, অতীব ভীষণ ! ! !)
সমগ্র উত্তীর্ণ, নাহি, হবে, যত কাল,
বারম্বার, যাতায়াত অনিবার্য্য ভবে।
যে, যানে, বসিয়া জীব, আসে ভবমাঝে—
স্মরিলে, পাষণ্ড বক্ষঃ, চমকিত হয়,
—বিষ্ঠা, মূত্র, ক্লেদ পূর্ণ আগারে বসিয়া,—
থাকিতে হইবে, বিধি নির্দ্দিষ্ট যে কাল।
তদন্তরে ভব ভূমে করি পদার্পণ,
অজ্ঞানাবস্থাতে করে কত দুঃখভোগ,
ক্রমে, বয়োবৃদ্ধি সহ, সুবুদ্ধি, কুবুদ্ধি,—
(পূর্ব্ব কর্ম্ম অনুসারে) হয় প্রকাশিত।
সাধুপথে লয়ে যায়, সুবুদ্ধি, মানবে,
কুবুদ্ধি, কুপথে সদা; করায় ভ্রমণ।
আশু সুখকর হয়, কুপথ, যেমন।
—সুপথ, তেমন নয়, মনোমোহকর।
সুতরাং যৌবনকাল হলে উপস্থিত,
সমস্ত রিপুর হয়, প্রবল প্রতাপ।
ধৈর্য্যচ্যুত হ'য়ে তাতে, ভ্রমান্ধ জনেরা—
প্রমত্ত ঐহিক সুখে, হয় নিরন্তর।
—কুকার্য্যে মজিতে ভয়, না থাকে তখন,
ঘোর অত্যাচারী হ'য়ে ভ্রমে পশুসম ॥

তামস বুদ্ধিতে, মন, হইলে মলিন,
সুপবিত্র সত্যালোক না পায় প্রকাশ।
সর্ব্বদা অসৎ চিন্তা, মনে যার যাগে—
সাধু উপদেশ, কিম্বা, সুহৃদ সুনীতি,
পদাঘাতে পাপমতি, হাসিয়া উড়ায়।
—অনিয়মে অল্প দিনে সর্ব্ব সুখ নাশ—
করয়ে পাষণ্ডগণ, কুমতির বশে।
বিষয় কলুষ-পঙ্কে লিপ্ত কলেবর,
—কিরূপে থাকিবে, তার, জীবন পবিত্র ?
অনাচারে পবিত্রতা হারায় যে জন,
কদাচ পরীক্ষা স্থলে না হয় গৃহীত।
অধঃপতনের পর, যদি, সে আবার
ইন্দ্রিয় নিগ্রহরূপ গুরু প্রায়শ্চিত্তে—
পবিত্র জীবন লভে ; তবে সেই জন,
পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে যায় নিত্য ধামে।
নতুবা যে কতকাল জঠর যন্ত্রণা,
ভুগিতে হইবে তার, কে বলিতে পারে ?
প্রবৃত্তি যতই যার, দুঃখ তার তত ;
নিবৃত্তিই সুখহেতু, সাধুদের মতে।
প্রচুর বিষয় সুখ, লাভের সুযোগ—
থাকিতে নির্লিপ্ত যিনি, তিনি(ই) ভাগ্যধর।
আকিঞ্চিৎ, ক্ষণধ্বংসী, সুখ যত ভবে,

সমস্তই দুঃখ-পর, প্রত্যক্ষ প্রমাণ।
ঐহিক সুখের বস্তু, সব পড়ি রবে,
না ছাড়িবে সঙ্গ, মাত্র, শুভাশুভ কর্ম্ম।
তদনুসারেতে হবে দণ্ড পুরস্কার,
ঈশ্বর নহেন কার(ও) শত্রু কিম্বা মিত্র।
এক উপাদানে সৃষ্ট মানব নিচয়,
হস্ত পদ নাসিকাদি সমস্ত সমান।
অথচ, একের কেন, বিপুল বিভব,
অন্যজন, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগি খায়।
ইহার কারণ, কর্ম্ম, মানিতে হইবে
সংশয় যাহার হয়, করুক সেতর্ক।
অহঙ্কার যে পর্য্যন্ত থাকে মনোমাঝে
প্রত্যয় কাহার(ও) ইহা, কদাচ না হবে।
হেরিতেছ দূরে অই, শয়ান মানব,
অতি জীর্ণ মলাযুক্ত, (শত গ্রন্থি তাহে)
একমাত্র বস্ত্রে আছে অঙ্গ আচ্ছাদিয়া ;
বিচরিছে, তদুপরি অসংখ্য মক্ষিকা ;
পূতিগন্ধে নাসারন্ধ্রে রোধিছে পথিক।
ইচ্ছা হয়, ঘৃণা ত্যজি তার কাছে গিয়া—
শান্তভাবে জিজ্ঞাসিয়া জান সবিশেষ।
—শুনিবে দুর্ভাগামুখে এইমাত্র বাণী—
"স্বীয় কর্ম্ম দোষে ভুগি এসব যন্ত্রণা"

দুঃখে দুঃখে চিত্ত, তার, হইয়া ঘর্ষিত,
কথঞ্চিৎ মাত্র, এবে, হয়েছে নির্ম্মল ,
—অনুতাপ ভিন্ন, আর নিন্দে না ঈশ্বরে !
সমস্ত গর্ব্বই তার নির্ম্মূল এখন।
ইহাতেও কর্ম্ম প্রতি হ'লে অবিশ্বাস
প্রত্যক্ষ উপমা দেখ জলধি নিকটে।
ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পাত্র, ডুবাও তাহাতে
(অপর্য্যাপ্ত বারি পূর্ণ হ'লেও সাগর)
কবিবেক্ষ বারিদান আধারের ভেদে।
—যাহার যেমন ভাগ্য সেইরূপ ফল—
প্রাপ্ত হয় জীবগণ, একর্ম্ম ভূমিতে।
ধর্ম্মই সুখের মূল অধর্ম্মেতে দুঃখ ;
উচ্চকুলে জন্ম হয়, ধর্ম্মের সঞ্চয়ে,
অধর্ম্মে, অধম যোনি লভে জীবগণ।
ধর্ম্ম বুদ্ধি বিদূরিত, হইতেছে যত,
ততই সদ্বংশ সংখ্যা হইতেছে লোপ।
অতি অল্প, পাপস্পর্শে বিপদ শুচির,
সেরূপ না হয়, দুষ্ট পাপাত্মার পাপে।
ভদ্র নিকেতন, প্রায় শ্মশান সমান,
অন্ত্যজ জাতির ক্রমে সংখ্যা বাড়িতেছে।
ধর্ম্ম বিলোপের ইহা নহে কি কারণ ?
আত্মোৎসর্গ করি যত পূর্ব্ব ঋষিগণ,

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, ফল চতুষ্টয়,
(যে পথে গমনে আছে প্রাপ্তির সম্ভব)
তাহাতেই ভ্রমিতেন, নিঃসন্দেহ মনে।
পূর্ব্বজন্ম দুরদৃষ্ট, না থাকে যাঁহার,
অবশ্যই প্রাপ্ত হন, ইচ্ছামত ফল।
থাকুক সৌন্দর্য্য রাশি তদিতর পথে,
হউক, সে সব, অতি মনোমোহকর,
যদিচ, আয়াস ভিন্ন সুলভ সে পথ;
তথাপি মহাত্মাগণ ভ্রূক্ষেপ না করি
পদমাত্র অগ্রসর, না হন তাহাতে।
সুধাপানে সদা যার, সুদৃঢ় সংকল্প—
ইক্ষু রসাস্বাদনে কি থাকে তার মতি?
অনন্ত সুখ প্রত্যাশী, হন সাধুগণ,
স্বর্গসুখ, বোধ করে, মূঢ়, তুচ্ছ সুখে।
আজি কালি, সংসারের গতি যে প্রকার,
ধর্ম্ম মাত্রে অবিশ্বাসী, প্রায়শঃ মানব।
পরকাল, অনেকেই করে না স্বীকার,
ইচ্ছা অনুসারে কার্য্য, সাধিছে অবাধে।
আহার বিহারে সদা, আসক্তি প্রবল,
বিরক্ত কেবল মাত্র, পৈতৃক নিয়মে।
প্রাচীনের উপদেশ, শ্রবণ কুহরে—
স্থান নাহি পায়, আর, কাহার (ও) এখন।

বয়োবৃদ্ধি সহকারে জ্ঞান উদ্দীপন—
হ'য়ে থাকে, এ ধারণা ছিল পূর্ব্বকালে ;
আধুনিক সভ্যতার বিকট বিদ্বেষে
বৃদ্ধগণ, পদে পদে হন অনাদৃত।
দীর্ঘজীবী যেই জন, ভবের রহস্য—
প্রত্যক্ষ দর্শন তাঁর হইয়াছে যত ;
ভুক্তভোগী, কিম্বা, নাহি হলে বহুদর্শী,
জ্ঞানোন্নতি সুসাধন, কে করেছে কবে ?
তীর্থ পর্য্যটন ব্রতে পূজ্য ঋষিগণ,
ভ্রমিতেন সর্ব্বদাই দেশ দেশান্তরে।
রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম্মনীতি আদি,
দেখিয়া, শুনিয়া, নিজে করি ব্যবহার ;
যাহাতে দোষের লেশ, বিন্দুমাত্র নাই,
বুঝিতে পারিয়া তাহা, লিপিবদ্ধ করি—
করেছেন, মানবের অনন্ত মঙ্গল।
স্থির চিত্তে, যদি মোরা দেখি চক্ষু মেলি,
একটীও ভ্রম বলি না পাই খুঁজিয়া।
অতি পূর্ব্বে, যাহা, যাহা, লিখেছেন তাঁরা,
সমস্ত প্রত্যক্ষ, তাহা, হইতেছে এবে।
ভবিষ্যত-বেত্তা, বল, তাঁদের সদৃশ
ধরাধামে জন্মিয়াছে একালে কি কেহ ?
তথাপি সে উপদেশ, সাগরের গর্ভে

ডুবাতেছি নিরন্তর, নির্ব্বোধ আমরা।
হায় রে! কুটিলকাল সব সাধ্য তোর?
সত্য অপলাপি, মিথ্যা, সত্য প্রমাণিছ।
কালান্ধ সারিকা বুদ্ধি, হ'য়েছে সবার,
কে করে প্রত্যয়, আর, আর্য্য উপদেশে।
বিজাতি ভাষার আজি যেরূপ আদর,
সংস্কৃত ভাষার প্রতি আছে কি সেরূপ?
পাশ্চাত্য শিক্ষার সীমা এতই সংকীর্ণ,
অনায়াসে অতিক্রম করে বহুজন।
কিন্তু কেহ, এ কথা কি পারে বলিবারে
"অধ্যয়ন করিয়াছি আর্য্যশাস্ত্র সব"
অনন্ত আর্য্যের শাস্ত্র সাধ্য আছে কার
এক জন্মে সে সকল পাঠ সমাপিতে।
মূল তত্ত্ব অম্বেষিলে আর্য্যশাস্ত্র সার
সর্ব্ব দেশ ভাষা মধ্যে আছে লুকায়িত
কিন্তু সে বিকৃত ভাবে চর্ব্বিত চর্ব্বনে
রসহীন "সিটি" মাত্র আবর্জ্জনাময়।
আজি কালি বিদ্বাবান বলিয়া জগতে
বিখ্যাত আছেন যাঁরা দেখ তত্ত্ব করি
আর্য্যশাস্ত্র প্রভাবেই গৌরব তাঁদের।
শুধু ম্লেচ্ছ ভাষা পাঠে অভিজ্ঞতা লাভ
হইতে পারে না, ইহা সিদ্ধান্ত নিশ্চয়।

আছে বলি আর্য্যশাস্ত্রে অমূল্য রতন
ম্লেচ্ছগণ (ও) সমাদরে করিছে গ্রহণ।
কিন্তু কি দুর্ভাগ্য আসি হ'ল উপস্থিত,
আর্য্যশাস্ত্রে অবিশ্বাস আর্য্যের ভবনে!
অদৃষ্টের লিপি ভিন্ন কি আর বলিব।
যে হ'বে ম্লেচ্ছের দাস স্বার্থের নিমিত্ত,
(হউক, তাহাতে দুঃখ কেহ না করিত,
যদ্যপি থাকিত স্বীয় ধর্ম্মেতে বিশ্বাস।)
তুষিতে ম্লেচ্ছের মন ধর্ম্মচ্যুত হয়ে
ভাসাইয়া দুঃখিনীরে, জনক, জননী,
ম্লেচ্ছবেশে সাজি করি, ম্লেচ্ছের আহার
পারিল কি ভুলাইতে ম্লেচ্ছগণে কেহ?
কিছুতেই ভুলিবার পাত্র তারা নয়,
যত চেষ্টা কর, হবে ভস্মে ঘৃত ঢালা।
বিশ্বাস নাহিক যার, আপনার ধর্ম্মে—
পারে কি, অপরে তারে বিশ্বাস করিতে?
বুঝে নাই, বুঝিবে না, ভারত নিবাসী,
যাবত না যাবে, তুচ্ছ, সুখের প্রয়াস।
সুখের নিমিত্ত মোরা সদা বিড়ম্বিত,
সুখ জন্য জাতি, মান, বিসর্জ্জন করি,
সুখ আশে দেশে দেশে করি পর্য্যটন;
সুখ তরে রাজদ্বারে পাই কত শাস্তি।

স্থখ লাভ করিবারে বহুরূপী হ'য়ে—
পর বেশে সাজি কত হ'তেছি লজ্জিত ;
পর-পদ লেহনেতে ঘৃণা শূন্য মন,
পর-পদাঘাতে করি প্রমোদানুভব,
ইত্যাদি, নিকৃষ্ট বৃত্তি করিতে আশ্রয়
কিছুতেই পরাঙ্মুখ নহি স্থখ তরে।
কিন্তু হায়! নহে, ইহা, স্থখের কারণ ;
—কর্ম্মভোগ মাত্র সার, দেখ বিচারিয়া।
পরমুখাপেক্ষী হ'য়ে স্থখলাভ আশা,
বিড়ম্বনা ইহা হ'তে আছে কি জগতে ?
যে স্থখের সাধে, আজি উন্মত্ত আমরা
পদে পদে বিড়ম্বিত হই অহরহঃ,
জানি, শুনি, দেখি, তাহা কিছু সত্য নয় ;
অথচ কি হেতু তাতে মজি অবিরত।
—এ রহস্য কোনরূপে পারি না বুঝিতে।
রতন, কাঞ্চন, রৌপ্য, কাষ্ঠ কি প্রস্তর
বৃক্ষ, লতা, ফল, ফুল স্বভাবস্থন্দর ;
রাজ্য ধন হয় হস্তী রম্য অট্টালিকা,
পুত্র, কন্যা, কলত্র কি বন্ধুবর্গ যত,
অশান্ত মনেরে কেহ, না পারে ভুলাতে ;
চিরানন্দ মন নহে কাহার(ও) ভিখারী।
বিষয় আসক্ত মন, ব্যাকুলিত হয়ে—

ইতস্ততঃ ভ্রমে সদা সুখ সুখ করি।
কিন্তু হায়! মনস্তুষ্টি কিছুতে না হয়,
—কেবল উদ্বেগ মাত্র অসাধ্য সাধিতে।
ধৈর্য্য ধারণের শক্তি বিলুপ্ত হইয়া
পদে পদে বিড়ম্বিত হয় সুখতরে!
পরশ্রী কাতর নহে, কে আজি সংসারে?
আপনার অবস্থায় সন্তুষ্ট না হয়ে—
উন্নতি আশায়, কত অসৎ উপায়ে—
অর্থ সঞ্চয়ের পথ খুঁজিয়া বেড়ায়।
কিন্তু, ক্ষণকাল কেহ চিন্তে কি অন্তরে,—
অচিরে সমস্ত সুখ গরাসিবে কাল!
দেখিলে যে ইতঃপূর্ব্বে সুনীল আকাশে
অসংখ্য তারকারাজী, সাজি জ্যোতিজালে
মানব মনেতে কত আনন্দ বর্ষিল।
—কিন্তু হায়! কোথা হ'তে আসি কাল মেঘ,
সমস্ত সৌন্দর্য্য রাশি নাশি অনায়াসে
মুহূর্ত্তে কি পরিবর্ত্ত সংসার আবর্ত্তে!!
—জীবকুল ভয়াকুল, (প্রলয়ে যেমতি)
গরজে জীমূত জাল ভৈরব আরাবে,
বহি ঝড়, উপাড়িছে তরু লতা, বেগে
গিরি শৃঙ্গ শত শত চূর্ণীকৃত করি,
নিক্ষেপে, মহোর্ম্মিমালী জলধি সলিলে;

ভৈরব তাণ্ডবে মগ্ন যেন প্রভঞ্জন।
সুখের রজনী হ'ল দুঃখে পরিণত,
হাহাকার রবে পূর্ণ হইল নগর।
কেবা সংখ্যা করে প্রাণী কত যে মরিল,
কাহার(ও) বদনে নাহি মৃদু হাসি আর,
অশ্রুতে প্লাবিত দেখি সুখী দুঃখী সবে।
সেই কালে যদি, সুখী অটল থাকিত,
বলিতাম, তবে, তার পতন বিরল;
কাল অধিকার ভুক্ত নহে ধনীগণ।

অদূরে দেখিচ পুনঃ মহান্ শ্মশানে
চতুর্দ্দিকে শবরাশি বিক্ষিপ্ত র'য়েছে;
অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংসে প্লাবিতা ধরণী,
ছিন্ন ভিন্ন দেহ কত বিকট আকার।
—শৃগাল গৃধিনী আদি মাংসাশী হরিষে
মুহুর্ম্মুহু সুভীষণ কর্কশ চীৎকারে—
বধির করিছে কর্ণ, ভীতি সঞ্চারিয়া।
বংশ বিনির্ম্মিত শব বহন আধার—
অসংখ্য পতিত, জীর্ণ-শয্যার সহিত।
অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠ, অস্থি, অঙ্গারের স্তূপ,
দেখি সাহসীর দেহ, শিহরে আতঙ্কে।
সকলের গর্ব্ব খর্ব্ব হয় এই স্থানে,
ধনী, মানী, জ্ঞানী, মূর্খ যত আছে ভবে।

দেখিতেছ দুটী চিতা জ্বলিছে সমানে,
নাহি তারতম্য কিছু পূতিগন্ধ বহে,
একভাবে হইতেছে, দগ্ধ, হুতাশনে।
মৃতের বান্ধবদের বেশ ভূষা দেখি,
একে ধনী, অন্যে দুঃখী হয় অনুমান।
নিকটে বসিয়া যত আত্মীয় কুটুম্ব,
বিসর্জ্জিছে অশ্রুমাত্র, স্বার্থনাশ শোকে।
—কোথা কি রহিল অর্থ জানিতে না পারি,
ধনীর আত্মীয় কান্দে সে কথা কহিয়া।
উপার্জ্জনক্ষম নাহি সংসারে দ্বিতীয়,
কিরূপে শিশুরে এবে করিবে পালন,
ইহা বলি কান্দে শোকে দুঃখীর রমণী।
মৃত ব্যক্তি জন্য কান্দে কয়জন ভবে ;
সুখ তারতম্য কিবা ধনী ও নির্দ্ধনে !!
মায়ায় মোহিত জীব যাবত রহিবে,
কর্ণেস্থান নাহি দিবে এ সকল কথা।
অসত্য জগৎ ইহা সকলেই জানে,
তথাচ কাহার (ও) নাহি হয় বীতস্পৃহা।
বরং বয়োবৃদ্ধিসহ সংসারের সুখে,—
অধিক আসক্তি জন্মে অনেক লোকের।
—সন্তান সন্ততিরূপ কর্ম্মসূত্র বাড়ি—
জড়ায় মানবে ক্রমে বিষম বন্ধনে।

ভাবে না কেহই কিন্তু এ মায়ার পাশ,
অবশেষে গলফাঁস। আত্মনাশ তরে।
কয়দিন জন্ম মোরা, এ ভবের খেলা—
খেলিব, ভাবি কি তাহা, মনে একবার?
স্বার্থের নিমিত্ত করি আত্ম বিসর্জ্জন,
স্ব স্ব পরিণাম চিন্তা ক্ষণেক(ও) না করি,
অধঃপাতে যাইতেছি আপনার দোষে;
মোহ মুগ্ধে ভ্রমি সদা সুখের প্রয়াসে।
"ইতঃভ্রষ্ট স্ততোনষ্টঃ" হয় অবশেষে।

সংসারে লভিতে সুখ কার(ও) সাধ্য নাই;
যতই করুক চেষ্টা সকলি বিফল।
নিরুদ্বেগ চিত্ত, কিম্বা তৃপ্তি না হইবে।
অতএব, কিসে সুখ লভিবারে চাই?
কায়িক যাতনা কিম্বা মানস বেদনা—
না আছে কাহার বল ভীষণ সংসারে?
ঐহিক সুখেতে আস্থা পূর্ব্ব পুরুষেরা,
নাহি করিতেন, কভু, আমাদের মত।
সদা পারত্রিক চিন্তা জাগিত অন্তরে;
কুকার্য্যে কখন (ও) লিপ্ত না হ'তেন তাঁরা।
দয়া, মায়া, শ্রদ্ধা, ভক্তি, মনুষ্যত্ব যত,
পালিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্ম সুনিয়ম রূপে,—
গিয়াছেন, চলি যশঃ পতাকা উড়ায়ে,

প্রকৃত সুখের স্বাদ করি আস্বাদন।
কাল অনুসারে আজি সোণার ভারত,
ছারখার হ'ল শুধু বিলাস লালসে।
দেবকার্য্য, পিতৃকার্য্য বিলোপি অনেকে
বিলাসতরঙ্গে রঙ্গে দিতেছে সাঁতার।
বিদেশী বিলাস দ্রব্যে হয়ে বিমোহিত,
অনর্থক অর্থ রাশি ফেলিছে সলিলে।
বাহিরে, কি অন্তঃপুরে দেখ তত্ত্ব করি,
অসার বিলাসে ভ্রংশ, জ্ঞান, সবাকার।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে ভক্তি, গুরুজন সেবা,
অতিথি সৎকার কিম্বা ভিক্ষুকেরে দান,
—ধর্ম্মকার্য্য বলি আর নাহি কার(ও) বোধ।
যুড়ি, গাড়ী, ছড়ী, ঘড়ী চেনে ব্যস্ত যারা,
ধর্ম্মের মাহাত্ম্য তারা বুঝিবে কিরূপে ?
পূর্ব্ব নরনারীগণে সুখের গরাস—
দিতেন অন্যেরে, নিজে থাকি অনশনে।
আত্মোৎসর্গ করিয়াও পর উপকার—
সাধিতে কদাচ নাহি, হ'তেন বিমুখ।
ধর্ম্মকার্য্য জীবনের সার জ্ঞান করি—
বসন, ভূষণ কিম্বা, পলান্ন ভোজন,
মিথ্যা সুখ বলি তাঁরা করিতেন ঘৃণা।
অধুনা যে দিকে আঁখি ফিরাও, দেখিবে—

হা অন্ন ! হা অন্ন ! বলি কাঁন্দিছে সকলে।
—সেই বসুন্ধরা আজ(ও) শস্যে পরিপূর্ণা,
তথাচ এমন কেন, হয় বল দেখি ?
—ধর্ম্মের তাচ্ছিল্য হেতু এই দুর্ঘটনা,
সংশয় নাহিক, মনে দেখ চিন্তা করি।
ভিক্ষুক অবধি, ধন কুবেরের গৃহ,
অতৃপ্তি, অশান্তি হেতু, অভাব সবার।
নিজ অবস্থায় কেহ, না হয় সন্তুষ্ট,
ঈর্ষায় বিলাস তৃষ্ণা বাড়ি দিন দিন,
বিবিধ কুপথে লিপ্ত হ'তেছি আমরা।
শুনিলে শীহরে দেহ, যে সকল কার্য্য,
অর্থবলে, পাপী তাহা সাধে অনায়াসে।
অর্থে সিদ্ধ নাহি, হয়, কোন কার্য্য ভবে ?
কিন্তু সে অর্থের সুখ, কত দিন রবে—
তিলার্দ্ধের তরে কেহ, ভাবে কি এ ভবে ?
পরকাল ভয়ে ভীত যিনি, আজীবন,
অসদুপার্জ্জনে, কভু নাহি হন ব্রতী ;
অনশনে দিনপাত হ'লেও, কদাচ—
না হয় তাঁহার মনে পরধন লোভ।
—আপন অদৃষ্ট ভাবি, ন্যায় লব্ধ ধনে—
সন্তোষে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন।
কিন্তু হেন ব্যক্তি এবে, অতীব বিরল।

(ঈশ্বরানুগ্রহ ভিন্ন ঘটে না এ মতি)
পরধন স্পৃহা যার অতি বলবতী,
পরের পীড়নে রত সর্ব্বদা যেজন,
তাহাকে যদ্যপি সুখী বলে কোনজন,
না বলিবে ভাগ্যধর, কেন বা তস্করে ?
কতদূর ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন আর্য্যেরা,
একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতীতি হইবে ;
—পবিত্র ঈশ্বর নাম সংকীর্ত্তন বিনা,
দৈনন্দিন কার্য্য তাঁরা নাহি করিতেন।
লোকহিতে ধর্ম্মনীতি লিপিবদ্ধ করি,—
গিয়াছেন তাঁরা রাখি, সুকীর্ত্তি জগতে।
যে কোন প্রকারে ঈশ নাম উচ্চারণ—
অভ্যাসে কলুষ নাশ আশয়ে তাঁহারা,—
নারায়ণ, গঙ্গাধর, লক্ষ্মী, জগদম্বা,—
নাম রাখি ডাকিতেন পুত্র কন্যাগণে।
মানব-হৃদয় স্বর্গ, নরক আধার।—
যার চিত্ত যেইরূপ দেখায় সেরূপ।
হায়! কি কদর্য্যকাল, হ'ল উপস্থিত ;
জাতি, কুল, মান আদি, সে পূর্ব্ব মর্য্যাদা—
হারায়ে, হৃদয়দোষে, হইলাম নীচ।
অর্থের নিমিত্ত মোরা কিবা নাহি করি,
পশুবধি মাংস বেচা যেরূপ দুষ্কার্য্য,

সেরূপ বিবাহে নিজ কুলের গৌরব—
পুত্র কন্যা, বেচা কেনা হয় কি সঙ্গত?
অসত উপায়ে ধন আহরণ করি,
দারিদ্র্য মোচন কার, হয়েছে জগতে?
অধুনা স্বধর্ম্মে নাহি সেরূপ বিশ্বাস,
পৈশাচিক সুখে সবে হইয়া উন্মত্ত,
"রিপু চরিতার্থ মাত্র জীবনের সার,"
ইহাই ধারণা মনে হ'য়েছে সবার।
সমাজ বন্ধন নাহি, নাহি রাজভয়,
যথেচ্ছাচারীতা বশে প্রায়শঃ মানব,
কদর্য্য কার্য্যের সীমা করি অতিক্রম,
—ইচ্ছায় নিরয় পথ করিছে নির্ম্মাণ।
ক্ষণকাল মৃত্যু চিন্তা কেহ নাহি করি,
নশ্বর সুখেতে কাল কাটি দিবা রাতি।
জ্ঞানদীপ-দীপ্তি এবে দৃষ্ট নাহি হয়,
অজ্ঞানান্ধকারে হ'ল আচ্ছন্ন জগত;
শঙ্কর জাতিতে পূর্ণ হয়েছে ভারত;
ভেদাভেদ নাহি আর চতুর্ব্বিধ জাতি।
সুপবিত্র আর্য্যকুল অপবিত্র করি—
নিঃশঙ্কে কলঙ্ক পঙ্কে ললাট ফলক—
চর্চ্চিত করিছে আজি আর্য্য কুমারেরা।
পূর্ব্ব পুরুষেরা, যার, ছায়া স্পর্শে হায়!

অশুচি জ্ঞানেতে পূত হইতেন স্নানে,
সেই বংশে জন্মি মোরা, সে ম্লেচ্ছের অন্ন,
অক্ষোভে আহারে কত আনন্দ প্রকাশি।
এ হ'তে আক্ষেপ আর কি হইতে পারে,
বুঝিতে না পারি, ইহা কি অদ্ভুত সুখ।
বিড়ম্বিত হই, সুখ অন্বেষি সংসারে
তথাপি সুখের চেষ্টা নিবৃত্তি কাহার?
দাম্পত্য প্রণয়, কিম্বা পুত্রের ভকতি.
জনক জননী স্নেহ, ভ্রাতার আদর,
গুরুজন আশীর্ব্বাদ, আত্মীয়তা যত,
স্বার্থ শূন্য নহে, তার, একটীও কভু।
—অর্থ শূন্য জনে মাতা নিন্দেন নিয়ত,
অনাদর, পিতৃস্থানে লভে হতভাগ্য,
ভ্রাতারা নাহিক তারে সম্ভাষণ করে।
—ঘৃণা পূর্ণ কটু কথা কহে ভৃত্যগণ,
অবাধ্য হইয়া পুত্র কত কষ্ট দেয়;
অর্দ্ধাঙ্গিনী ভার্য্যা তারে দূরে পরিহরে।
—পাছে ধন চায় বলি বান্ধব নিচয়—
দেখা মাত্র, দূরে যায় আচ্ছাদি বদন;
এমন সংসার সুখে ধিক্ শতবার!!
অবশ্য এস্থলে কেহ পারেন বলিতে,
"তবেত ধনীরা সুখী হয় এ সিদ্ধান্তে,"

স্বীকার্য্য একথা, যদি, কাহাকেও দেখি,
আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হতে এজীবনে হেথা।
গিয়াছে, হ'য়েছে, ধনী অসংখ্য ভুবনে,
ছিল, কি হইল কার (ও) আশার নিবৃত্তি?
আশার উপেক্ষা করে হেন ব্যক্তি বিনি,
কখনও কি হন, তিনি, জন্য সুখ প্রিয়।
পক্ষান্তরে দেখ পুনঃ বান্ধব সকল,
ধনীর নিকটে শুধু ধনের প্রত্যাশী,
কিন্তু ধনদানে ধনী আশার সুসার—
করিতে পারিল কার (ও) শুনেছ কি কভু?
যতই যাহাকে অর্থ, কর বিতরণ,
ততই তাহার হবে লালসা অধিক।
অর্থক্রীত বহু বন্ধু, অকৃতজ্ঞ হয়ে—
দুঃসময়ে অভাগারে ফিরে না জিজ্ঞাসে।
কেহ বা স্বকার্য্য সাধি, নির্লজ্জ হৃদয়ে—
সুদূরে পলায়, আর দেখা নাহি যায়।
আজীবন যেই জন স্বার্থশূন্য হয়ে—
বন্ধু সুখে আনন্দিত ; কিন্তু দুঃখে পুনঃ
ধন জন যারা কিম্বা আত্ম-বিসর্জ্জনে—
অকুণ্ঠিতে সাধে হিত, সত্য সেই বন্ধু।
—ধন্য সেই জন যার, এ হেন বান্ধব।
কিন্তু কি কুৎসিত কাল হ'ল উপস্থিত,

ধর্ম্মভাব বিরহিত প্রায়শঃ মানব,
অশনে বসনে(ই) সুখ করিতেছে জ্ঞান॥
সম্প্রতি হেরিছ, ধনী, যিনি এ নগরে—
পোষ্যবর্গ চতুর্দ্দিকে যশো গানে রত;
ভার্য্যা তাঁর অলঙ্কারে অঙ্গ সাজাইয়া—
প্রতিবেশী সন্নিকটে গরব করিয়া—
কত না মধুর হাসি হাসিছে নিয়ত।
বিবিধ বিলাস সুখে পুত্র-পৌত্রগণ,
সর্ব্বদা সন্তোষ চিত্তে করিছে বিহার;
যমদূত সম দ্বারে প্রহরী নিচয়,
সতর্ক ভাবেতে শত্রু নিবারিছে সদা।
—বিষয়ে আসক্ত হ'য়ে ভুলি ইষ্টচিন্তা
অমাত্যবেষ্টিত, ধনী, বসি উচ্চসনে
নিত্য কার্য্য কুতূহলে সাধিছেন সদা।—
সময় জ্ঞাপক যন্ত্র, বাজে অবিচ্ছেদে,
তদ্বারা কেবল কাল করিয়া নির্ণয়,
শয়ন ভোজন আদি তুচ্ছ কার্য্য সাধে;
কিন্তু কি বিষম ভ্রম? নিজ পরমায়ু—
কত গেল, তার সংখ্যা না করে নির্ণয়।
—না ভাবে সে ধন জন দারাপুত্র আদি
ভবলীলা সাঙ্গ দিনে সঙ্গে নাহি যাবে।
দুগ্ধফেণ নিভ-শয্যা শয়নের তরে—

রয়েছে অবশ্য অদ্য, কিন্তু সে সময়
ভূ-শয্যাও লাভ, ভাগ্যে ঘটে কদাচিত!
অনির্দ্দিষ্ট কালে কাল, কবলে যখন,
সুকীর্ত্তি-কুকীর্ত্তি মাত্র রহে ধরাধামে।
(সুকীর্ত্তি অধুনা প্রায় দৃষ্টি নাহি হয়,
কুকীর্ত্তি-কুশল আজি বিস্তর ভারতে।)
সতের সহিত যার নামের গণনা—
নাহি হয়, তার সম কে ভবে দুর্ভাগা?
ভারত মাতার মাত্র ভার হ'য়ে মোরা
লভেছি জনম ভবে ভবিতব্য নিয়ে।
কি জন্য আসিনু হেথা কি করিয়া যাই,
দুরদৃষ্ট-বশে তাহা ক্ষণেক (ও) ভাবি না।
"সুখ সুখ" করি, মরি গরল ভখিয়া
তথাপি চেতনা নাই; কি বিষম ভ্রম।
পুত্র কি কলত্র, কিম্বা বন্ধু বান্ধবাদি
করিবেনা, কেহ, স্বীয় কর্ম্মাংশ গ্রহণ;
ক'রেছি, করিব, কর্ম্ম, মন্দ কিম্বা ভাল,
—ফলভাগী আমি ভিন্ন অন্যে না হইবে।
একের দুর্দ্দশা দেখি, অন্যের অন্তরে—
কি জন্য হয় না ভয়, না পারি বুঝিতে!
শুভাশুভ কর্ম্মফল জীবেরে বিধাতা,
দিবেন নিশ্চয় অদ্য, কল্য, কি পরশ্ব।

অধুনা, চাতুরী করি কেহ রাজদ্বারে—
গুপ্ত রাখি আত্ম দোষ মুক্ত হয় দেখি,
কিন্তু সে বিচারালয়ে বিচারক যিনি,
কণামাত্র ভ্রম লেশ নাহিক তাঁহার ;
চরাচরে জীবচয় যত কার্য্য করে,
তাঁর দিব্য চক্ষে কিছু অলক্ষিত নহে,
নিরপেক্ষে দেন, তিনি, দণ্ড পুরস্কার।
উকীল মোক্তার কিম্বা সাক্ষীর সাক্ষ্যতা,
প্রয়োজন নাহি হয় ধর্ম্মের নিকটে।
কর্ম্মের সহিত জীব স্বয়ং তথা গিয়া
মুক্তকণ্ঠে স্বীয় কার্য্য করে সপ্রমাণ।
অন্যের অলক্ষ্য ভাবে করি বাহাদুরী,
কতনা কুকার্য্য মোরা সাধি নিত্য নিত্য।
হায়রে! সেদিন গর্ব্ব কোথায় রহিবে,
কৃতান্তকবলে যবে হব কবলিত।
ক্ষণেকের জন্য ইহা চিন্তা নাহি করি,
ঘাত প্রতিঘাতে আত্মা হ'লে জর জর
অশ্রুতে প্লাবিত হ'য়ে করি হায় হায়।।
দোষ দেই সদা মাত্র বিশ্ব বিধাতায়।
কিন্তু লক্ষাধিপ কিম্বা সুদীন অধম,
তারতম্য নাহি কার(ও) ঈশ্বর সমীপে।
সমভাবে সকলেই লভে অনুগ্রহ,

মূর্খেরা তাঁহার প্রতি দোষ আরোপিয়া
কেন কলুষিত করে আপন রসনা ?
অনন্ত সুখের তত্ত্ব প্রশান্ত হলেও,
সাধুগণ পরাঙ্মুখ, না হন তাহাতে।
(অনির্ব্বচনীয় সুখ তাহাকেই বলি,
নতুবা ভবের সুখ ক্ষণস্থায়ীমাত্র।)
দেখিতেছ দূরে অই বিপণি সকল
বিবিধ মিষ্টান্ন তাতে আছে সুসজ্জিত,
ক্রয় করি কতজন করিছে আহার ;
কিন্তু, ভাব, সেই সুখ কতক্ষণ তরে ?
—যে মাত্র জিহ্বাতে দ্রব্য হইল অর্পিত,
(হ'তে পারে) সুখ কিছু হ'ল সে সময়।
তদন্তরে দ্রব্যগুলি কদর্য্য স্থানেতে
পরিণত হয়, বিষ্ঠা মূত্রাদি আকারে ;
গলাধঃকরণ মাত্র উগারিলে পুনঃ,
দেখিলে সে সব দ্রব্য মনে হয় ঘৃণা।
—ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বস্তু ভোগ অবসানে—
থাকেনা পূর্ব্বের ন্যায় প্রভের সেরূপ।
অধর্ম্মজনিত কিম্বা অশন বসনে
যে সুখ উবোধ করে বিষয়ী হৃদয়ে,
ক্ষণেকে বিনষ্ট তাহা হয় যে প্রকার,
না হয় তেমন যাহা সাধু আচরিত।

অতি কষ্টে সাধুদের সাধন প্রভাবে
চরমে যে সুখ হয়, ধ্বংস নাই তার।
অই যে ভিক্ষুক দেখ রাজপথে যেই
ভ্রমিছে গৃহস্থ দ্বারে ক্ষুধায় কাতর।
বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল সেই জন;
ধনমত্তে ক্রমে ভুলি হিতাহিত জ্ঞান,
নানামতে প্রজাগণে পীড়ন করিয়া
করেছিল কত অর্থ সঞ্চয় অভাগা।
অলক্ষ্মীর বরপুত্র চাটুকারগণ,
স্বার্থ হেতু দাস ভাবে হইল মিলিত;
এরূপে কুসঙ্গী সঙ্গে মজি নানারঙ্গে,
অর্থ প্রলোভনে কিম্বা বল প্রকাশিয়া
সতীর সতীত্ব কত হরেছে দুর্ম্মতি।
খাদ্যাখাদ্য কিছুমাত্র বিচার না করি
পূরেছে উদর, হর্ষে ঘৃণাশূন্য হ'য়ে।
উজ্জ্বল যেরূপ দীপ নির্ব্বাণ সময়ে
হ'য়েছিল অল্পদিন সেরূপ প্রভাব।
—দেখিতে দেখিতে তত বিপুল সম্পত্তি,
কোথা চলি গেল, তাহা কেহ না দেখিল।
এরূপ দৃষ্টান্ত কত আছে এ জগতে
ধনের গৌরবে মত্ত হইয়া বিষয়ী
কর্ম্মদোষে শেষে পড়ে দুঃখময় কূপে।

পুনঃ হের উচ্চচূড়ে উড়িছে পতাকা,
দেবালয় ওটী, এক ভিক্ষুক নির্ম্মিত।
দেশে দেশে পর্য্যটিয়া ভিক্ষালব্ধ ধনে
গড়িয়া দেউল তিনি স্থাপি শিবলিঙ্গ,
আরাধিয়া, ব্রহ্মচর্য্যে কাটিছেন কাল।
সর্ব্বদা সন্তোষচিত্ত দেখি কেন তাঁরে?
হাস্যানন ভিন্ন, কেহ বিষণ্ণ বদন,
ক্ষণেকের তরে নাহি হেরিল উহাঁর।
ধনী, দুঃখী, কি পাষণ্ড, যে কেন না হয়,
বিদ্বেষ তাঁহার প্রতি কেহ নাহি করে।
কপর্দ্দক মাত্র নাহি করেন সঞ্চয়,
অথচ অচল নাই; দৈনিক ভিক্ষায়—
দৈব কি আতিথ্য কার্য্য চলিছে নিয়ত;
ধর্ম্মপথে রহি সদা চিন্তেন ঈশ্বরে।
দেখিলে দুইটী দৃশ্য অমিয় গরল,
কর্ম্ম দ্বারা ফল ভোগ লভিছে উভয়ে।
রিপু পরাজয়ে যাঁর নির্ব্বিকার চিত্ত,
সংসারের সঙ্গে তাঁর নাহি ঘনিষ্ঠতা,
সর্ব্বদা পরমানন্দে যাপিছেন কাল।
তুমি আমি কিরূপে তা সম্পাদিতে পারি।
সর্ব্বদা হইয়া আছি রিপুগণ দাস;
আত্মজ্ঞান না জন্মিলে ঈশ্বর প্রসাদ—

লভিতে শকতি কার (ও) নাহি কোন কালে।
লেপি অঙ্গে ভস্ম কিম্বা, গঙ্গা মৃত্তিকায়
পরি কণ্ঠে সুপবিত্র রুদ্রাক্ষ তুলসী ;
আবৃত হইয়া থাক কৌষেয় বসনে,
নখ লোমাদিতে কর ভয়ানক বেশ,
না পারিবে লভিবারে ঈশ্বরানুগ্রহ ;
যাবত না হবে চিত্তে আত্মতত্ত্ববোধ।
নাহি সে পূর্ব্বের ন্যায় ধর্ম্ম আলোচনা,
পুরাণ পাঠাদি সব হইয়াছে লোপ ;
সাধু সঙ্গ লাভ আর ঘটে কার ভাগ্যে ?
পূর্ব্বের সংস্কারবশে বৃদ্ধেরা যদ্যপি—
ঈশ্বর উদ্দেশে কোন সুকার্য্য আরম্ভে,
"গোঁড়া" বলি দুর্জ্জনেরা করে উপহাস।
যেখানে গমন কর, দেখিতে পাইবে,
সকলে চিন্তিছে অর্থসংগ্রহের পথ ;
হাসাইয়া, কান্দাইয়া, যেরূপে পারিবে,
অর্থ উপার্জ্জন ব্রতে সঙ্কল্প সবার।
ধর্ম্মচিন্তা একেবারে হইয়াছে লোপ,
নশ্বর সুখের জন্য সবে লালায়িত।
দুর্গা দুর্গাক্ষরদ্বয়, প্রভাত সময়ে—
শুনিতে পাবেনা আর অনেকের (ই) মুখে ;
কোষাকুষি করে করি প্রাতঃস্নান তরে

কয়জন যায় বল জাহ্নবীসলিলে ?
স্বহস্তে চয়ন করি পুষ্প বিল্বদল,
কে করে, ভক্তির সহ ঈশ্বর অর্চনা !
বিনা নিবেদিত দ্রব্য আজিকার দিনে,
অনেকে ভোজন করে দেখ তথ্য করি।
বিষয় বাসনা ভিন্ন ঈশ্বর প্রসঙ্গ—
শ্রবণে যাপন করে কেবা ক্ষণকাল ?
"দেবতাভক্তিমিচ্ছন্তি" প্রসিদ্ধ এ বাক্যে—
প্রত্যয় করিয়া সাধে কেবা কর্ম্ম যোগ।
একেত পাশ্চাত্য শিক্ষা হ'য়েছে প্রবল,
আর্য্যধর্ম্মে আস্থা তত আর্য্যবংশে নাই,
কুবৃত্তি তৃপ্তিতে পুনঃ কলুষিত মন,
কিরূপে বুঝিবে আর কর্ম্মের বিধান !
ভক্তি ভিন্ন মুক্তিলাভ হবেনা নিশ্চয়,
ভক্তিই কেবল নিত্য সুখের কারণ।
তাহাতে বঞ্চিত যেবা, তাহার কি সাধ্য
অবিনাশী নিত্যসুখ করে আস্বাদন।
উপদেষ্টা অনেকেই ; কিন্তু এ জগতে,—
উপদিষ্ট পথগামী, নিজে অল্প জন।
আমা হ'তে অভিজ্ঞতা লভিয়াছ তুমি,
তোমা হ'তে অন্য ব্যক্তি আছেন পণ্ডিত,
এইরূপ ক্রমোন্নত শিক্ষিত মানব—

রয়েছে ভুবন ভরি উচ্চ উচ্চতর।
উপদেষ্টা হন যদি নিজে উপাসক,
দেবতা সদৃশ তিনি ভক্তির ভাজন।
হায়রে! অদৃষ্টে আর প্রসন্ন না হবে,
সেরূপ মহাত্মাগণে না পাব দেখিতে।
গুরু শিষ্য উভয়েই ধনের ভিখারী,
কাযেই মানব হ'য়ে পশুর সমান,
সাধিছে কেবলমাত্র চতুর্ব্বিধ কার্য্য।
অধর্ম্মের স্রোত ক্রমে হইয়া প্রবল
প্লাবিত করিল আর্য্য নিবাস ভারত!
সুপবিত্র তীর্থস্থান যতগুলি আছে,
তাহাতেও পশি দেখ নরপিশাচেরা,
অকীর্ত্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিছে নিত্য।
—ধর্ম্মভয় দেবভয় বিলুপ্ত হইয়া—
তামস বুদ্ধিতে সবে হ'য়েছে আচ্ছন্ন।
দিন দিন পরিবর্ত্ত কত যে হইল,
বলিয়া লিখিয়া শেষ করে কার সাধ্য।
দেবার্চ্চনা হ'ত পূর্ব্বে সুন্দর কুসুমে,
মানবী সজ্জিতা হয় তদ্বারায় আজি!
ধূপধূমে দেবালয় হ'ত সুগন্ধিত,
আজি তাহা বিলাসীর মলত্যাগ স্থানে,
দুর্গন্ধ বারণ হেতু হয়, প্রয়োজিত।

নানাবিধ দূষ্যভাব মনে প্রবেশিয়া
ধর্ম্মরুচি একেবারে হ'য়েছে বিলোপ।
পরকালে অবিশ্বাস, এ সংসার মাত্র—
ভোগ সুখ ধাম বুঝি সাধিছে কুকার্য্য।
ইহজন্মে পাপে লিপ্ত না দেখি যাঁহারে,
অথচ আজন্ম দুঃখ কেন ঘটে তাঁর ?
পূর্ব্ব-কর্ম্মফল ভিন্ন, কি তার সিদ্ধান্ত !
কর্ম্মেই নরক হয়; কর্ম্মে স্বর্গ ভোগ,
কর্ম্মে কর্ম্মক্ষয় হ'লে সুনির্ব্বাণ লাভ ;
ইহাই বিশ্বাস ছিল আর্য্যদের মনে।
ইচ্ছা করি জন্মান্তরে অধম যোনিতে
আত্মারে প্রেরণজন্য যার অভিলাষ,
তার সম মহাপাপী কে আছে ভূতলে।
অশনে বসনে যদি হ'ত আত্মোন্নতি,
কদাচ মহর্ষিগণ কঠোর তপস্যা—
নাহি করিতেন সদা, সহি তত ক্লেশ।
মৃত্যুর সহিত কর্ম্ম বিলুপ্ত হইবে,
ইহাই করিয়া মনে পাষণ্ড আমরা
করিতেছি কার্য্য যত বৈধ কি অবৈধ ;
আত্মার প্রসাদ আর ঈশ্বরানুগ্রহ,
কিছুমাত্র ভেদ নাই, উভয় সমান।
যদিও আছেন আত্মা এ নশ্বর দেহে

মৃত্যু ভিন্ন স্থানান্তরে নাহি গতি তাঁর।
কিন্তু তাঁর আরাধনা ব্যতীত সুফল—
কাহার ভাগ্যেতে নাহি ঘটিবে কখন।
দুগ্ধে ঘৃত জন্মে বলি দুগ্ধবতী গাভী,
কবে পুষ্ট হয় বল ? দুগ্ধ মন্থনিয়া—
নবনীত তুলি দেও, গাভীরে আহার,
পুষ্ট কলেবর তবে হবে সে সময়।
তদ্রূপ বিচারি মনে দেখ একবার,
আত্মতত্ত্ব বোধ নাহি হয় কর্ম্ম বিনা।
কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করি মহাত্মারা,
বাহ্যসুখ উপেক্ষিয়া আনন্দ অন্তরে,
আত্মধ্যানে নিরন্তর আছেন নিমগ্ন।
এ হেন মহাত্মা আজি দৃষ্টির গোচর—
হইতে সম্ভব নাই কাহার(ও) ভাগ্যেতে।
স্বার্থ সাধিবার তরে ধন কিম্বা বিদ্যা—
অর্জ্জনে, বিশ্বাস করি, আত্মোন্নতি লাভ।
কিন্তু যে দেহের জন্য এই সুখবোধ,
সে দেহের কিবা দশা চরমে হইবে
ভাবি কি, কেহই তাহা ক্ষণকাল তরে ?
—নিক্ষেপিত কিম্বা হবে প্রোথিত ভূতলে,
ভক্ষণ করিবে পশু পক্ষী বা কীটাদি,
তাহাদের বিষ্ঠারূপে হবে পরিণত ;

অথবা অনল দ্বারা হইলে দাহন,
ভস্মরূপে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইবে।
এ হেন অসার দেহ করিয়া ধারণ
কতিপয় দিনমাত্র থাকি ধরাধামে;
দিনান্তে নাহিক চিন্তি চিন্তামণিধনে?
সতত কুৎসিত কার্য্য সমাধান করি
যাইতেছি মুখে কালী মাখিয়া আমরা।
কিবা সুখে হাসি, কান্দি, কাহার নিমিত্ত?
মুহূর্ত্তেক জন্য তাহা কেহই ভাবি না।

যাঁর প্রসন্নতা লাভে নিত্যসুখ পাব,
ভ্রূক্ষেপ তৎপ্রতি আছে, বল দেখি কার?
ভ্রমিয়া চৌরাশী লক্ষ যোনি, তারপর—
ভাগ্যক্রমে যদ্যপিও মানব হইনু,
কিন্তু হায়! কর্ম্মদোষে মজি পাপপঙ্কে
পুনরায় অধঃপাতে করিনু গমন।
চন্দ্রালোক ত্যজি, খুঁজি খদ্যোত আলোক,
এ হ'তে কি কুবাসনা হতে পারে আর!!
যাহারে বাসিলে ভাল, ভালবাসা তৃষা
বিদূরিত হবে, তাহা শিখিলাম কই?
আশার দাসত্ব করি আজীবন তরে
জগতের দাস হ'য়ে কাল কাটাইনু।
পারিতাম যদি দাসী করিতে আশারে,

নিশ্চয় হইত দাস জগৎ আমার।
না বুঝিতে পারি ইহা, স্বাধীন ক্ষমতা—
হারাইয়া হইলাম পশুর সমান।
সংসার শৃঙ্খলে বদ্ধ হয় যেই জন,
সাধ্য কি তাহার, করে এ সকল চেষ্টা।
বরং হেরি পক্ষীগণ স্বাধীন সর্ব্বদা,
বিচরিছে নভোদেশে যেরূপ আনন্দে
সেরূপ স্বাধীনভাবে আমরা কি আর—
অন্যত্র যাইতে পারি হেলি বন্ধুবাক্য।
জনমের তরে করি স্বাধীনতা ত্যাগ
পরস্পর পরাধীন হইয়া মানব,
প্রলোভনপূর্ণ স্থানে থাকি সর্ব্বক্ষণ,
প্রকৃত সুখের স্বাদ গ্রহণ করিল ;
শুনিতে না পাই তাহা কভু কোনকালে।
যত কেন চেষ্টা নাহি কর প্রাণপণে
কদাচ না পাবে নিত্য সুখ এ সংসারে।
ক্ষণধ্বংসী দেহ যার অনুভব নাই,
কি প্রকারে সে বুঝিবে সংসার অনিত্য।
বিষয়ান্ধ হ'য়ে সবে হারায় সুপথ॥
হায়রে অদৃষ্ট! আজি কি বিষম কাল
প্রকৃতানুসন্ধানেতে সবে রুচিহীন।
সুকঠোর ব্রতে থাকি বিজন অরণ্যে

শাস্ত্রাম্বুধি মথি লভি অমৃতোপদেশ,
মানবের হিত জন্য করিয়া সঞ্চয়—
রাখিলেন ঋষিগণ ভারত ভাণ্ডারে।
কিন্তু অবিশ্বাস করি তাহাতে আমরা
মোক্ষমূলারের বাক্য করিতে প্রমাণ,
প্রাণপণ করিতেছি, দুর্ভাগ্য প্রসাদে।
শক্তি যার নাহি, বুঝে কাচ কি কাঞ্চন,
পণ্ডিতাভিমানী এবে তাঁহারা জগতে।
দেখিতে এসব হ'ল কলির প্রসাদে,
নতুবা এরূপ ভ্রম হ'ত কি কখন ?
আর্য্যের সর্ব্বস্বধন বেদাদি পুরাণ—
সমুদ্রের পারে গেল জর্ম্মনিতে আজি,
তাহার প্রসাদে হ'ল পশুরা মানব ;
মনুষ্যত্ব হারাইল আর্য্যসুতগণ।
ভাগ্যলক্ষ্মী পদে ঠেলি, অলক্ষ্মীর দাস—
ইচ্ছা করি হইতেছে মানব সকল ;
এহ'তে আক্ষেপ আর কি হইতে পারে ?
বুঝিলনা ক্ষণকাল কেহ চিন্তা করি।
ম্লেচ্ছ পদরজ মাখি ললাট ফলকে,
হিজিবিজি কতগুলি উপাধি ব্যাধিতে
আক্রান্ত হইয়া করি সত্যে দোষারোপ,
অসত্যের সংস্থাপন করিতেছি সদা।

পৈতৃক সম্পত্তি রাশি সাগরে ফেলিয়া,
কুলে বসি বালি রাশি কুড়াই যতনে।
কিন্তু ফলোদয় তাহে কিছু না হইল,
নিজের মূর্খতা মাত্র প্রকাশ হতেছে।
স্বদেশে থাকিয়া করি ম্লেচ্ছ ব্যবহার,
তাহাতে মনের প্রীতি হ'লনা সাধন,
অতঃপর গিয়া সেই ম্লেচ্ছময় দেশে
যথেচ্ছাচারীর সীমা করিয়া লঙ্ঘন,
স্বর্গ সোপানেতে আজি আরূঢ় অনেকে।
হাধিক্ ! সুখের তরে এত কুপ্রবৃত্তি—
উদয় হ'তেছে মনে ভারতবাসীর।
সোণার ভারত ; ইথে সমস্তই আছে,
সন্ধান করিলে নাহি কিছুর অভাব।
ব্যবসা বাণিজ্য ছাড়ি দাস দাস হ'তে
জাতি, ধর্ম্ম মান আদি উৎসর্গ করিছে।
সিপাহী বিদ্রোহানল কিজন্য জ্বলিল
নির্জ্জীব ভারতে ! দেখ ভাবি একবার,
জাতি ধর্ম্ম রক্ষাহেতু শত শত জনে
হাস্যাননে মৃত্যুমুখে হইল পতিত।
মূর্খ নীচদের(ও) আছে জাতিনাশ ভয়,
ভদ্রবেশধারীদের বিরল কেবল।
যে ম্লেচ্ছের অনুকারী আমরা এখন,

তাদের(ও) সমাজে আছে,—জাতি অভিমান।
—নেটিব নিগার সহ তাহারা কখন(ও)
একসঙ্গে নাহি খায়, কিম্বা একাসনে—
নাবসে ঘৃণায়, তুচ্ছ নাবিক খালাসী।
আভিজাত্যে হীনকুলে বিবাহ বন্ধনে
তারাও কুণ্ঠিত কেন ? ভাবি কি আমরা।
ঘোরতর গ্রীষ্মে তারা, হলেও কাতর,
সহজে না ত্যজে নিজ জাতি পরিচ্ছদ।
—কিন্তু, অনুকারী মোরা, "সাম্য সাম্য" বলি
ম্লেচ্ছের প্রসাদে তৃপ্তি করি রসনায়;
চণ্ডালে ব্রাহ্মণ কন্যা করিছে বিবাহ!
ছাড়িয়া জাতীয় বেশ ম্লেচ্ছ পরিচ্ছদে
কেকী-পুচ্ছ-ধর কাক, সম মাত্র সাজি—
কতই না গর্ব্বে ঘৃণা করি স্বজাতিরে।
এ হ'তে অদ্ভুত কিবা আছে ধরাধামে!!
পরিণাম চিন্তাশূন্য হইয়া আমরা,
কতই দুর্গতি ভোগ করি অহরহঃ।
আপনার কৃতকর্ম্মে দোষগুণ বোধ,
—হয় না বলেই এত হই বিড়ম্বিত।
তাদৃশ কদর্য্য পথে ভ্রমি কিবা সুখ,
কে লভিল ? যাহা নাহি হইল বিনাশ!
সমস্ত বিনাশশীল নিরখি যখন,

কিজন্য তাহার লাগি করি এত চেষ্টা।
মিথ্যা ধন, মিথ্যা জন, মিথ্যা এ জগত,
পঞ্চভূত দেহ মিথ্যা জলবিম্ব প্রায়।
পলকে পঞ্চত্ব হ'য়ে পাঁচে মিশি যাবে
পদে পদে প্রতারিত এত যে হ'তেছি
তথাচ চেতনা নাই কি বিষম ভ্রম!!
ধর্ম্মবুদ্ধি মনোমধ্যে না হ'লে উদিত,
মনুষ্যত্ব লভিতে না পারিবে মানব।
উচ্চশিক্ষা প্রতিপন্ন এ কালেতে যাহা,
যত অত্যাচার দেখি তাহাতে নিহিত।
বরং ঘোর মূর্খগণ, তাদৃশ সাহস—
করিতে অনেকে হয়, কুণ্ঠিত অন্তর।
ইতর শ্রেণীর মধ্যে আছে ধর্ম্মভাব,
পুড়েছে অদৃষ্ট শুধু ভদ্রবংশীয়ের।
যে যত চতুর আজি, এ মহীমণ্ডলে—
ধর্ম্মে অবিশ্বাসী তত তাহার হৃদয়।
ধর্ম্মদ্বেষী যেইজন, ইহ পরকালে
প্রতিষ্ঠাভাজন নাহি হইবে নিশ্চয়।
ধর্ম্ম ভিন্ন নিত্যসুখ লভিতে শকতি
কাহার নাহিক ইহা সর্ব্বশাস্ত্রে বলে।
দেহের গৌরবে করি, যত আস্ফালন
ক্ষণকালে ধ্বংস কিন্তু হবে সেই দেহ,

পশ্চাতে অনন্ত দুঃখ হইবে ভুগিতে।
(করি বা না করি তাহা বিশ্বাস এখন)
জরাতে আক্রান্ত যবে হইবেরে ভাই!
বুঝিতে পারিবে সুখ সংসারের যত।
স্মরিয়া আপন কর্ম্ম অনুতাপানলে—
দগ্ধ হবে ; নিবিবে না অশ্রুনীরে তাহা।
করিতেছি যত যত্ন সুখের লাগিয়া,
পরিণামে হবে তাহা দুঃখে পরিণত,
আপনা ধিক্কার দিবে শত শত বার
কাঁপিবে হৃদয় ঘোর নরকের ভয়ে।
তুমি আমি কোনছার কীটাধম কীট ?
ইতস্ততঃ কর লক্ষ্য, লক্ষ লক্ষ জনে—
সকলেই ব্যতিব্যস্ত লভিবারে সুখ,
কিন্তু কার(ও) ভাগ্যে, তাহা, ঘটিল কি কভু ?
অতএব ধৈর্য্যধরি আপনার মনে—
পরপত্নীগণে করি মাতৃসমজ্ঞান,
পরদ্রব্য লোষ্ট্রবৎ উপেক্ষি অন্তরে,
আত্মার সদৃশ ভাবি ভূত সমুদায়ে
ঈশ্বরে করিয়া ন্যস্ত দেহ মনঃপ্রাণ,
অন্বেষিতে থাক সদা নিত্যসুখ সবে।
যদ্যপি ঈশ্বর-কৃপা হয় কোন দিন,
অবশ্য প্রসন্ন হবে অদৃষ্ট তখন।

সংসার-মায়াজাল হেরি, দিব্যজ্ঞানে
নিবিড়, না রবে আর, তুচ্ছ সুখস্পৃহা।
দৈবকর্ম্ম ভিন্ন কভু, কলে কি কৌশলে,
কিম্বা সভা করি ধর্ম্ম সাধিতে নারিবে।
প্রাসাদে অরণ্যে পর্ণকুটীরে থাকিয়া
চর্ব্ব্য চূষ্যে করে সদা উদর পূরণ,
কিম্বা অর্দ্ধাশনে নিত্য কর দিনপাত,
সম্পদে বিপদে যবে যেরূপেই থাক,
ধর্ম্মেতে বিশ্বাস করি ঈশ্বরারাধনা,—
করিয়া জীবন যদি পার যাপিবারে,
তবেই জগতে পূজ্য, হ'য়ে পরকালে—
অনন্ত সুখের ধামে করিবে গমন।
এইরূপ ধর্ম্মরুচি যাঁহাদের আছে,
তাঁহাদের জন্মে, ধরা লভে পবিত্রতা।
নতুবা আমি কি তুমি অগণ্য জনেরা,
নগণ্য হইয়া আছি দেখ বিচারিয়া।
একটী ধার্ম্মিকাভাবে যত অমঙ্গল,
কোটি বিধর্ম্মীর তরে, নহে তত দূর?
এসব বিচারি মনে দেখ ভ্রাতৃগণ?
অনিত্য সংসারে সব, সুখ ভ্রমাত্মক।